আফতাবে হেদাএত

ফিরদ্দে

মাহ্তাবে জালালাত

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে

শাহ্ সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন

সাং- বাঁকড়া, পোঃ- সোনাকুড় বাঁকড়া, জেলা- যশোহর নিবাসী

সমাজ-সেবক

মোহাম্মদ ফজলল হক

প্রণীত

ও

পীরজাদা মোঃ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও নবনূর প্রেস হইতে মুদ্রিত।

★ দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪১০ সাল ★

সাহায্য মূল্য ৩০টাকা মাত্র

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৭	حدا	خدا
,,	১৮	دنب	جنب
১২	১২	ـروز	آنروز
১৯	২২	نزالذا	انزالذا
২৪	১৭	ـمك	سنك
৩০	২২	وكففن	فحيففن
৩০	,,	يستجب	يستجب
৩৪	২১	فرثقذه	خروشقذه
৩৭	১৪	قامران	قامرون
৩৭	১৪	نفسكم	انفسكم
৪৮	১১	يتبع - ىيذا	يبتغ - ىيذا

আফতাবে হেদাএত

ফিরদ্দে

মাহাতাবে জালালাত

(বঙ্গভাষা সম্বন্ধে)

শাহ্ সাহেবের ধোকাভঞ্জন

الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على رسوله سيدنا

محمد و آله و صحبه اجمعين *

কালের এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে যাহা কেয়ামতের আগমন বার্ত্তা লোকের অন্তরে জাগাইয়া দিতেছে।

হজরত বলিয়াছেন, একদল লোক প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী প্রকাশ হইয়া এরূপ কথা আনয়ন করিবে যাহা তোমরা শুন নাই বা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শুনেন নাই, সাবধান তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না।

মহাতাবে আকায়েদ এস্‌লাম নামক একখানা পুস্তক হস্তগত হইল, উহা পাঠে বুঝিলাম যে, পুস্তকের লেখক আরবী, ফার্সি বাঙ্গালা

কিছুই জানেন না, পুস্তকখানির আদ্যান্ত রাশি রাশি ভ্রম ও জালছাজিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, উহাতে এত প্রলাপোক্তি আছে যে, তজ্জন্য পুস্তকখানি পাঠের অযোগ্য হইয়াছে। কয়েকস্থলে কোরাণ ও হাদিছ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু উহার অনুবাদ ভ্রান্তিমূলক হইয়াছে অথবা স্বেচ্ছায় বিকৃত অনুবাদ করা হইয়াছে।

লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে, পুস্তকখানি ফুরফুরা ইসালে ছাওয়াবে তাপসকুল শ্রেষ্ঠ জনাব মাওলানা শাহ্ সুফি মোহাম্মদ আবুবকর সাহেবের খেদমতে পেশ করা হইয়াছিল, তিনি উহাতে উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে কতিপয় বিশিষ্ট আলেমের উপর ভারার্পণ করেন এবং তিনমাস পুস্তকখানি ছাপাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন, কিন্তু আত্মগরিমায় বিভোর লেখক চুড়ামণি তাঁহার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া পুস্তকখানি নির্ব্বাচিত কমিটীর বিনা তদন্তে ছাপাইয়া দেশময় বিভীষিকা উপস্থিত করিয়াছেন, কাজেই লেখকের ভ্রান্তি প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইলাম।

পুস্তকখানির নাম মহাতাবে আকায়েদে এসলাম রাখা হইয়াছে, কিন্তু আরবী, ফার্সি, উর্দ্দু বা বঙ্গভাষায় মহাতাব শব্দ পাওয়া যায় না, পুস্তখানি যে ভ্রান্তিমূলক তাহা এই প্রথম শব্দেই প্রকাশিত হইতেছে। আকায়েদ বলিতে বিশ্বাস বা ইমাম সংক্রান্ত বিষয় বুঝা যায়, এজন্য আকায়েদে আজোদি, আকায়েদে নাছাফি ইত্যাদি গ্রন্থে কেবল ইমান বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলির উল্লেখ হইয়াছে, উহাতে ফরুয়াত মস্‌লার উল্লেখ অতি কম হইয়াছে, কিন্তু লেখকের এই পুস্তকে দুই একটি ব্যতীত আকায়েদ সংক্রান্ত মস্‌লার সমালোচনা করা হয় নাই, কাজেই উক্ত পুস্তককে আকায়েদ ইস্‌লাম নাম দেওয়া দ্বিতীয় ভ্রম হইয়াছে, লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি এই স্থলে ধরা পড়িয়াছে।

এক্ষণে বিদ্বানগণের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, নিরক্ষর (বে-এল্‌ম) লোকের কেতাব লেখা বা ফৎওয়া প্রচার করা জায়েজ আছে কি?

হজরত বলিয়াছেন;— যে ব্যক্তি এল্‌মে কোরাণ শরিফের

ব্যাখ্যা করে, সে যেন নিজের স্থান দোজখে স্থির করিয়া লয়।— মেশকাত, ৩৫ পৃষ্ঠা।

হজরত বলিয়াছেন;— এক সময় উপস্থিত হইবে যে, লোক বিনা এল্‌মে ফৎওয়া দিবে, নিজেরা গোমরাহ্ হইবে এবং (লোককে) গোমরাহ করিবে।— সহিহ্ বোখারি ও মোস্‌লেম।

হজরত এবনে ছিরিন বলিয়াছেন,—এই এল্‌ম দীন হইতেছে, এক্ষণে তোমরা যাহার নিকট দীন শিক্ষা করিবে, তাহার অবস্থা তদন্ত করিবে। সহিহ্ মোস্‌লেম।

উক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোরাণ ও হাদিসে অনভিজ্ঞ। তাহার ফৎওয়া প্রদান নাজায়েজ।

লেখকের ভ্রমের তালিকা

—ঃ ১ম ভ্রম, ১ম পৃষ্ঠা ঃ—

"আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন; আমি তোমাদিগকে আমার যে সকল ছেফাতি নাম দিয়াছি, আমাকে তোমরা সেই নামে ডাক; অন্য নাম বলিলে, আমি তাহা কবুল করিব না। ঐ অন্য নাম যাহার তাহার তাহার কাছেই যাইবে। আমার দেওয়া নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকিলে আমি হাশরে বান্দাকে দায়ী করিব।"

পাঠক, আয়তের প্রকৃত অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাতে লেখকের জাল অনুবাদ বুঝিতে পারিবেন।

প্রকৃত অনুবাদ এই;—

"আল্লাহ্‌র জন্য উৎকৃষ্ট নাম সকল আছে, অনন্তর তোমরা

তাঁহাকে উক্ত নাম সমূহের দ্বারা ডাক এবং যাহারা তাঁহার নাম সমূহে এলহাদ করে (বক্রপথে চলে), তাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহারা যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার প্রতিফল প্রদত্ত হইবে।

—ঃ ২য় ভ্রম ঃ—

২ পৃষ্ঠা;— "আল্লা না বলিয়া অন্য কিছু বলিয়া ডাকিলে তাহা আল্লার দরবারে পৌছিবে না। কেবল সরিক করা হইল এবং ডাকিলে তাহা নিশ্চয়ই আল্লার নাফরমানি ও সেরেক করা হইল।"

—ঃ উত্তর ঃ—

আল্লা শব্দই ভুল, আরবিতে الله বঙ্গভাষায় আল্লাহ্ শব্দ হইবে, লেখকের আল্লা শব্দ আরবিতে الا হয়, ইহা খোদাতায়ালার নাম নহে। কোরাণ ও হাদিসে আল্লা নাই, লেখক নিজের দাবি অনুসারে আল্লাহ্‌কে আল্লা বলিয়া মোশরেক হইবেন কিনা?

এস্থলে নিরক্ষর লেখক্ খোদাতায়ালার নামে নিষিদ্ধ এলহাদ করিলেন কিনা?

দ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ না বলিয়া ডাকিলে যে শেরক হইবে, ইহা বাতীল কথা, ইহা কোন বিদ্বানের কথা হইতেই পারে না, বরং কোন নিরক্ষর মুসলমানের মুখে এইরূপ কথা বাহির হইতে পারে না।

পাঠক, আল্লাহ্‌তায়ালার উৎকৃষ্ট নামের (আস্‌ফায়-হোছনার) সংখ্যা কোন হাদিসে ৯৯ থাকিলেও, অনেক বেশী।

তফসিরে খাজেন, ২/২৬২ পৃষ্ঠা;—

"বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নাম কেবল ৯৯টী নহে।" হাদিস শরিফে আছে,—

"হজরত বলিয়াছেন, খোদা, আমি তোমার নিকট প্রত্যেক

নামের অসিলায় যাচ্ঞা করি যদ্দ্বারা তুমি নিজের নামকরণ করিয়াছ কিম্বা তোমার গায়েবি এল্‌মে মনোনীত করিয়াছ।''

''আবুবকর এবনে আরাবি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার একসহস্র নাম।''

তফসিরে এবনে কছির, ৩/২৭০ পৃষ্ঠা;—

''আল্লাহ্‌তায়ালার উৎকৃষ্ট নাম কেবল ৯৯টী নহে, এমাম আহমদের উল্লিখিত হাদিসে ইহার যথেষ্ট প্রমা আছে। আবুবকর এবনে আরাবি তেরমজির টীকায় লিখিয়াছেন যে, কোন বিদ্বান্‌ কোরাণ ও হাদিস হইতে আল্লাহ্‌ তায়ালার সহস্র নাম সংগ্রহ করিয়াছেন।''

তফসিরে কবির, ১/৮৩/৮৪ পৃষ্ঠা;—

''আল্লাহ্‌তায়ালার কয়েক সহস্র নাম আছে, একসহস্র কোরাণ ও হাদিসে; একসহস্র তওরাতে, একসহস্র ইঞ্জিলে, একসহস্র জবুরে, একসহস্র লওহোমহফুজে আছে।''

আরও উক্ত তফসির, ৪৩৩১ পৃষ্ঠা;—

''আল্লাহ্‌তায়ালার জাতি ও ছেফাতি দুইপ্রকার নাম আছে, ছেফাতি নাম চারিপ্রকার, হকিকি, এজাফি, ছলবি কিম্বা উক্ত তিন প্রকারে মিশ্রিত। ছলবি ও এজাফি নাম অসংখ্য। যে কেহ যত অধিক আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার হেকমতের নিগুঢ় তত্ত্ব অবগত হয়েন, সেই ব্যক্তি তত অধিক, আল্লাহ্‌তায়ালার নাম অবগত হইতে পারেন, ইহা অনন্ত সমুদ্র, তাঁহার উৎকৃষ্ট নামগুলির মা'রেফাতের (তত্ত্বজ্ঞানের) অন্ত নাই।

এক্ষণে লেখককে জিজ্ঞাসা করি, তওরাত্‌ ইঞ্জিল, জবুর ও অন্যান্য ছহিফাগুলি ইবরানি, সুরইয়ানি ইত্যাদি ভাষায় নাজিল হইয়াছিল, উক্ত কেতাবগুলিতে আল্লাহ্‌তায়ালার যে নামগুলি ছিল, তৎসমস্ত অন্য ধরণের, উক্ত গ্রন্থাবলীতে আল্লাহ্‌ শব্দ নাই।

উক্ত কেতাব পাঠকারী বহু সহস্র পয়গম্বর আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ নামে না ডাকিয়া উপরোক্ত কেতাব সমূহে উল্লিখিত নামে ডাকিয়া ছিলেন, ইহাতে লেখকের প্রলাপোক্তি অনুসারে পয়গম্বরগণ কাফের হইবেন কিনা?

কোরাণ শরিফে ত আল্লাহ্ তায়ালার উৎকৃষ্ট নামগুলির সহিত দোওয়া করিতে বলা হইয়াছে, আর তাঁহার উৎকৃষ্ট নাম আসমানি কেতাব সমূহে চারি সহস্র আছে। এমাম রাজির মতে তাঁহার ছেফাতি নাম অসংখ্য, কাজেই তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন এক নামে দোওয়া করিতে হইবে, কেবল আল্লাহ্ নামে ডাকিবার কথা নাই, লেখকের কথায় বুঝা যায় যে, দোওয়া কালে আল্লাহ্ না বলিয়া রহমান, রহিম, যলিল, যাব্বার বলিলেও শেরক হইবে।

তৃতীয় পারস্য, তুর্কি ভাষায় আল্লাহ্‌কে অন্য নামে ডাকা হয়।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি 'মসনবি শরিফে' লিখিয়াছেন;—

از خدا جوئیم توفیق ادب
بی ادب محروم ماند از لطف رب

"আমরা খোদার নিকট আদবের তওফিক (ক্ষমতা) প্রর্থনা করি, বে-আদব প্রতিপালকের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।"

মাওলানা নেজামি 'সেকেন্দর নামা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

خدایا جہان باد شاهي ترا است
زما خدمت آید خدائي ترا است

"হে খোদা, পৃথিবীর বাদশাহি (রাজত্ব) তোমার জন্য, আমাদের দ্বারা খেদমত (সেবা) হইতে পারে, খোদাই তোমার জন্য।"

শেখ ছা'দি মোছলেহদ্দিন শিরাজি 'বোস্তাঁ'। গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

خدایا بحق بنی فاطمه
که بر قول ایمان کنم خاتمه

"হে খোদা, (হজরত) ফাতেমার বংশধরগণের অছিলায় ইমানের কলেমার উপর আমার খাতেমা (মৃত্যু) কর।"

আরও তিনি গোলেস্তাঁ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

عبد القادر گیلانی را دیدند رحمة الله علیه در حرم کعبه روی
بر حصا نهاده بود و میگفت ای خداوند ببخشای *

"লোকে (পীরাণে পীর) আবদুল কাদের জিলানি (রঃ) কে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি কা'বা শরিফের হেরমে কঙ্করের উপর চেহরা রাখিয়া বলিতেছিলেন, হে খোদাওন্দ, তুমি মার্জ্জনা কর।"

আরও তিনি পন্দেনামায় লিখিয়াছেন;—

چون ایزد ترا این همه کرد داد
چرا بر نیاری سر انجام داد

যখন ইজাদ (আল্লাহ্‌তায়ালা) তোমাকে এই বাঞ্ছিত বস্তু সমূহ দান করিয়াছেন, তখন তুমি কিজন্য পূর্ণভাবে বিচার নিষ্পত্তি কর না?

তফসিরে রুহোল-বায়ান, ১/৭৮ পৃষ্ঠা;—

چون خدا خواهد که ما یاری کند
میل ما را جانب زاری کند

"যখন খোদা ইচ্ছা করেন যে, আমাদের সহায়তা করিবেন, তখন তিনি রোদন ক্রন্দনের দিকে আমাদের মতি ফিরাইয়া দেন।" উপরোক্ত বোজর্গগণ আল্লাহ্‌কে খোদা, খোদাওন্দ, ইজাদ ইত্যাদি নামে ডাকিয়াছেন। এইরূপ এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দি মোজাদ্দেদে আলফেছানি (কোঃ) 'মবদা ওমায়াদ' গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায়, মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ্ দেহলবী 'ছাতয়াত' গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায়,

মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবী তফসিরে আজিজি পারা আমের ৩১৮/৩৩৪ পৃষ্ঠায়, কাজি ছানাউল্লাহ্ পানিপাতি 'এরশাদোত্তালে-বিনের ১৮ পৃষ্ঠায়, মাওলানা শাহ্ আবদুল হক দেহলবী 'আশে'য়াতোল্লামিয়াত' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (২৫-৩৬ পৃষ্ঠায়) , আল্লামা জামি 'নাফাহাতোল উন্‌ছ' গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায়, মাওলানা কোতবোল-আকতাব শাহ সুফি ফতেহ আলি সাহেব দিওয়ানে-ওয়াছি'র ২৫ পৃষ্ঠায় আল্লাহকে খোদা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা নিরক্ষর লেখকের মতে কাফের মোশরেক হইবেন কিনা? (নাউজো বিল্লাহে মেনহা)।

পাঠক, জানিয়া রাখুন, নির্দ্দোষ লোককে কাফের মোশরেক জানিলে, নিজেই কাফের হইতে হয়।

هيالمف ز'دان خلوت نشين
بهم بو كنه عالبرجص كفر و دين

—ঃ৩য় ভ্রম ঃ—

২য় পৃষ্ঠা;—

"এনছান পয়দা হইবার পূর্ব্ব হইতেই তামাম মখলুক আব, আতেশ, খাক, বাদ, ফেরেস্তা ইত্যাদি কেবল আল্লা আল্লা জেকর ও হামদ করিতেছে।"

লেখক একটী আয়তের অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কিরূপ ভ্রমাত্মক অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত অনুবাদে বেশ বুঝিতে পারিবেন।"

প্রকৃত অনুবাদ এই;— "এমন কোন বস্তু নাই যে তাঁহার প্রশংষার সহিত তসবিহ্ পাঠ করে না।"

—ঃ ৪র্থ ভ্রম ঃ—

২/৩ পৃষ্ঠা;—

আল্লাহ্ জাতও জাত ও আল্লাহ্, মতলব হচ্ছে নাম, জাত ঐ আল্লাহ্, আল্লাহ্ জাতও না নামও না।"

—ঃ উত্তর ঃ—

লেখকের একবার আল্লাহকে আল্লাহতায়ালার জাতও নাম বলিয়া স্বীকার করিলেন, তৎপরেই আবার আল্লাহকে তাঁহার জাত ও নাম নহে বলিয়া প্রকাশ করিলেন, ইহা পাগলের প্রলাপোক্তি নহে কি? সে ব্যক্তি আল্লাহকে আল্লাহ্তায়ালার নাম বলিয়া স্বীকার না করে, সে ব্যক্তি কোরাণ ও হাদিসের এনকার করিয়া কাফের হইবে কিনা, ইহাই বিদ্বানগণের নিকট জিজ্ঞাস্য।

লেখকের যে আল্লাহকে জাত বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু জাত শব্দ আরবি ও বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গলা জাত শব্দের অর্থ সৃজিত— যিনি পয়দা হইয়াছেন। লেকক এই পুস্তকে ঈশ্বর ও সৃষ্টি কর্তা বলা নাজায়েজ ও শব্দদ্বয়ের এক অর্থ খোদার উপর প্রযোজ্য নহে; এক্ষেত্রে যে জাত শব্দের অর্থ সৃজিত ও পয়দা হওয়া বস্তু হইতেও পারে, এইরূপ শব্দ আল্লাহ্তায়লার উপর প্রয়োগ করিয়া লেখক শয়তানের কর্ম্মচারী হইবেন কিনা?

এইরূপ বেদাতি ও খাম খেয়াল লোকের কথা বিশ্বাস করিলে, সোজা জাহান্নামে পড়িতে হইবে।

আল্লাহ্ শব্দ খোদাতায়ালার নাম, আর নাম ও জাত এক বস্তু নহে, তরিকত পন্থীরা ইহা অবগত আছেন যে, বেলাএতে কোবরা ও উল্ইয়াতে আল্লাহ্তায়ালার নাম ও ছেফাতের মোরাকাবা করিতে হয়, লোকে নাম ও ছেফাতের দ্বারা জাতে খোদাকে চিনিতে পারে এবং উক্ত নাম ও ছেফাতের জ্যোতিঃ দেখিতে পায়, কিন্তু খোদার জাতের অনুসন্ধান কেহই পাইতে পারে না। লেখক আপনাকে দরবেশ বলিয়া দাবি করেন, কিন্তু যদি তাঁহার মধ্যে দরবেশি থাকিত, তবে নাম ও জাতকে এক বলিয়া দাবি করিত না।

নিরক্ষর লেখক এল্‌মে আকায়েদ কিছু না জানিয়া আবল তাবল বকিয়া বেদাতি ফকিরের দলভুক্ত হইয়া গেলেন।

এমাম রাজি তফসিরে কবিরের ১/৫৭ পৃষ্ঠায় আল্লাহতায়ালার নমা ও জাত এক নহে, ইহার বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

—ঃ ৫ম ভ্রম ঃ—

৩ পৃষ্ঠা;—

"আল্লাহতায়ালা আকার নিরাকার ছাড়া,... তাহার আকার নিরাকার বলা নাজায়েজ।"

—ঃ উত্তর ঃ—

এমাম বয়হকি 'কেতাবোল-আসমা অছ্‌ছেফাতে'র ২১৮/২১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস করা ওয়াজেব যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আকৃতিধারী নহেন।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্‌কে নিরাকার ধারণা করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ফরজ ওয়াজেব, লেখক এইরূপ ফরজ ওয়াজেব কার্য্যকে নাজায়েজ বলিয়া দোজখের পথ দেখাইতেছেন।

—ঃ ৬ষ্ঠ ভ্রম ঃ—

৩ পৃষ্ঠা;—

"কোন ভাষায় আল্লাহ্‌তায়ালার তরজমা হইতে পারে না ও তরজামা করিলে আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌ বলা হইবে না। আরবি, ফারছি, বাংলা ইংরাজি ইত্যাদি কোন ভাষায় ইহার তরজমা হইতে পারে না। কারণ আল্লাহ কোন ভাষার অধীন নয়।"

—ঃ উত্তর ঃ—

তফসিরে বয়জবি, ১/১৫/১৬ পৃষ্ঠা;—

"আল্লাহ্ اَللّٰهُ শব্দ মূলে 'আল্ এলাহ্ اَلْاِلٰهُ ছিল, উক্ত শব্দ আরবি বক্যরণের কোন সূত্রানুসারে আল্লাহ্ اَللّٰهُ হইয়াছে, মূলে উহার অর্থ মা'বুদ (উপাস্য), কিন্তু এক্ষণে উক্ত আল্লাহ্ শব্দ সত্য মা'বুদের (উপাস্যের) জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, উক্ত আল্লাহ্ শব্দ খোদাতায়ালার খাস নাম, কিন্তু সত্য মত এই যে, প্রকৃত পক্ষে উহার অর্থ মা'বুদ (বন্দিগির যোগ্য), তৎপরে উহা অধিক সময় খোদাতায়ালার জন্য ব্যবহৃত হইতে হইতে অন্য কাহারও জন্য ব্যবহৃত হয় না যেন উহা খাস নাম হইয়া গিয়াছে।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ শব্দের অর্থ প্রকৃত মা'বুদ, ইহার তরজমা আরবি, ফার্সি ও প্রত্যেক ভাষায় হইতে পারে।

তফসিরে কবির, ১৮৯ পৃষ্ঠা;—

و اما الاكثرون فقد سلموا كونها لفظة عربية ●

"অধিকাংশ বিদ্বান্ আল্লাহ্ শব্দকে আরবি শব্দ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ খোদাতায়লার নাম, উহা জাত নহে, জাতে খোদা কোন ভাষার অধীন না হইলেও, আল্লাহ্ শব্দ আরবি ভাষার অধীন।

লেখকের মতে আল্লাহ্ শব্দে জাতে খোদা বুঝা গেলেও উহার তরজমা কেন হইবে না?

তফসিরে কবির, ১/৬২ পৃষ্ঠা;—

ছেফাতের দ্বারা জাতে খোদার মা'রেফাত (জ্ঞান) লাভ হইতে পারে, এই সূত্রে কোন ছেফাত দ্বারা আল্লাহ্ শব্দের তরজমা হইতে পারে।

মাওলানা আবদুল হক দেহলবী 'আশেয়া'তোল-লাময়াত' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

الاحسان ان تعبد الله (ترجمه) احسان: پرستش کردنست خدا تعالی را ●

"এহছান খোদাতায়ালার এবাদত করা।"

মোল্লা হোছাএন কাশেফি 'তফসিরে-হোছায়নি'র ১ম খণ্ডে (৩য় পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

بسم الله بنام خدای

" খোদার নামে।"

الحمد لله هر ثنای مر خدا را ●

"প্রত্যেক প্রকার প্রশংসা খোদার জন্য।"

শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবী তফসিরে আজিজির পারায় আমের ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

والامر یومئذ لله حکم و فرمان آنروز خاص برای خدا است ●

" সেই দিবসের হুকুম খাস খোদার জন্য।"

কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতি 'এরশাদোত্তালেবিন' গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ان تؤمن با الله

ایمان آری بخدا

"তুমি খোদার উপর ইমান আনিবে।"

শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী 'আৎইয়াবোন্নেয়াম' গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

فصلی علیک الله یا خیر خلقه (ترجمه) رحمت فرستد بر تو خدای تعالی ای بهترین خلق خدا ●

হে কোদার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ, খোদাতায়ালা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করুন।

তফসিরে হাক্কানি, ১/১১৬

فلا تجعلوا لله اندادا.

پس نہ بناؤ کسیکو خدا کا شریک

"অনন্তর তুমি কাহাকেও খোদার শরিক করিও না।"

উপরোক্ত বোজর্গ বিদ্বান্‌গণের আল্লাহ্ শব্দের তরজমা খোদা লিখিয়াছেন, নিরক্ষর লেখক তাঁহাদের চেয়ে কি বড় পণ্ডিত হইয়াছেন? ধিক্ এইরূপ পাণ্ডিত্যের উপর, শত ধিক্।

উপরোক্ত বিবরণে প্রকাশিত হইল যে, মহাপীর বোজর্গ বিদ্বান্‌গণ আল্লাহ্ শব্দের তরজমা (অনুবাদ) খোদা বলিয়া করিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। এইরূপ তরজমা করাতে উপেরাক্ত পীর বোজর্গগণ আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ বলিলেন কিনা?

এক্ষণে আমাদের অনুরোধ যে, লেখক যেন পুনরায় এইরূপ ধোকার জাল বিস্তার করিয়া লোককে ভ্রান্ত ও জাহান্নামি করিতে চেষ্টা না করেন।

—ঃ ৭ম জাল ও ভ্রম ঃ—

৫/৬ পৃষ্ঠা;—

" আজ আমি আমার পছনদিদা দীন এসলাম যে নেয়ামত তাহা তোমার জন্য পুরা করিয়া দিলাম।"

তিনি যে আয়তটীর অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অনুবাদ এই;—

"অদ্য তোমাদের জন্য তোমাদের দীন কামেল করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়া'মত (দান) পূর্ণ করিলাম এবং

তোমাদের জন্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম পসন্দ করিলাম।"

লেখক কোরাণের আয়তের অনুবাদে কিরূপ ভ্রম করিয়াছেন, তাহা দেখুন।

তফসির বয়জবি ও কবিরে এই আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে;---

" খোদাতায়ালা মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়া ও তাহাদের ধর্ম্মকে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মকে পূর্ণ করিয়াছেন কিম্বা ইস্‌লামের আকায়েদের ভিত্তি (মূলতত্ত্ব) গুলি প্রকাশ করিয়া এবং শরিয়তের মূল ব্যবস্থাগুলি ও কেয়াস করিবার নিয়মগুলি ব্যক্ত করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মপূর্ণ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি শরিয়তের আহকাম নাজিল করিয়া, ইমান সংক্রান্ত বিষয়গুলির বর্ণনা করিয়া, এজমা ও কেয়াসের নিয়ম প্রকাশ করিয়া খোদাতায়ালা ইস্‌লামকে পূর্ণ করিলেন। এই আয়াতে কোন ভাষা ব্যবহারের সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই, ভাষা ব্যবহারের কথা ইহার ব্যাখ্যায় বলা কোরাণ শরিফ তহরিফ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা য়িহুদী, খৃষ্ঠানদের রীতি। কোন্ তফসিরে ইহার ব্যাখ্যায় ভাষা ব্যবহারের কথা আছে, লেখক যতক্ষণ দেখাইতে না পারেন, ততক্ষণ ধোকাবাজ বলিয়া গণ্য হইবেন।

—ঃ ৮ম জাল ঃ—

মতলব যে সমস্ত এসলামী আকায়েদ ও কালাম ইত্যাদির উপর আমরা ইমান আনিয়াছি। তাহার তফসির এই। আল্লাহ্‌তায়ালা, রছুল আলায়হেচ্ছালাম, কোরাণ শরিফ ও হাদিস, নবি, পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালাম, ছাহাবা, এমাম, কোতব, গওছ ওলি, দরবেশ, বোজর্গান, আওলিয়া, পীর মোরশেদ, মুরিদ, তরিকা, কালাম, জেকের বেহেস্ত, দোজখ, আরাম, নেয়ামত, হাসর, ময়দান, হেছাব, পুলছেরাত,

এনছাফ, ছওয়াব, আজাব, আসমান, জমিন, হায়াতেদ দুনিয়া, পাক, নাপাক, হালাল, হারাম, নেকি, বদি, গোনাহ্, মেহেরবানি, মক্কাশরিফ, কাবা শরিফ, বয়তোল মোকাদ্দেছ, আরব, নামাজ, রোজা, কলেমা, হজ্জ, জাকাত, ইবাদত, বন্দেগী, তাবেদারী, কেতাব, জায়েজ, নাজায়েজ, মোনকের নকির, কেরামন, কাতেবান, হায়াত, মওত, রেজেক, দওলত, রুহ্, জান, আরশ, কুরছী, কেয়ামত, নাজাত, মোনাজাত, শরিয়ত ইত্যাদি এই হচ্ছে আকায়েদ এসলামের আহকাম, আরকানের কালাম।

—ঃ উত্তর ঃ—

সত্য বটে আল্লাহ্‌তায়ালা, রসুলগণ, নবিগণ, সমস্ত আসমানি কেতাব, ফেরেশতাগণ, বেহেশত, দোজখ, হাসর, হেসাব, পুলছেরাত মোনকের নকির, কেরামন কাতেবিন, কেয়ামত, ইত্যাদি কোরাণ ও হাদিস, উল্লিখিত বিষয়গুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ, এইরূপ নামাজ, রোজা, হজ্জ জাকাত ইত্যাদিকে ফরজ বলিয়া জানা ফরজ।

কিন্তু কোরান ও হাদিসে কোথায় গওছ, কোতব, দরবেশ পীর, মুরিদ, আরাম, নেয়ামত, দুনিয়া, মেহেরবানি, বদি, গোনাহ্, তাবেদারি, জান, কালাম, জেকর, মোনাজাতের উপর ইমান, আনিতে বলা হইয়াছে? লেখক হজরতকে শেষ নবি বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার উক্ত মতগুলি কোথা হইতে প্রচার করিলেন? তিনি কি নূতন অহির দাবি করেন?

এইরূপ বাতীল কথাগুলি কোরাণের আয়তের মর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করা শয়তানের ওকালত নহে কি?

লেখক যে দরবেশ, বোজর্গান, পীর, বেহেশত, দোজখ, আরাম, পুল ছেরাত, আসমান, জমিন, পাক, নাপাক, নেকি, বদি গোনাহ্ মেহের-বানি, নামাজ, রোজা, বন্দেগী, তাবেদারি নাজায়েজ, জান, পয়গম্বর ইত্যাদি ফার্সি শব্দগুলিকে আরকানের কালাম ও এসলামী কালাম

বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত শব্দগুলি কোরাণ ও হাদিসে নাই, হজরত ও সাহাবাগণের কথা নহে, তৎসমুদয় অগ্নি উপাসক পারশ্য জাতির কথা, তবে কিরূপে ইস্‌লামী কালাম হইল?

আরবিতে ফকির, ফার্সিতে দরবেশ, আরবিতে শায়েখ, ফার্সিতে পীর, আরবিতে মাশায়েখ, ফার্সিতে বোজর্গান, আরবিতে জান্নাত, ফার্সিতে বেহেশ্‌ত, আরবিতে নার, ফার্সিতে দোজখ, আরবিতে রাহাত, ফার্সিতে আরাম, আরবিতে ছাহ্‌রা, ফার্সিতে ময়দান, আরবিতে সেরাত, ফার্সিতে পুল ছেরাত, আরবিতে ছামা, ফার্সিতে আসমান, আরবিতে আরজ, ফার্সিতে জমিন, আরবিতে তাইয়েব ও তাহেব, ফার্সিতে পাক, আরবিতে খবিছ ও নাজাছ, ফার্সিতে নাপাক, আরবিতে হাছানা ও খায়ের, ফার্সিতে নেকি, আরবিতে ছাইয়েয়া ও শার, ফার্সিতে বদি, আরবিতে, জাম্ব, ফার্সিতে গোনাহ, আরবিতে লোৎফ, ফার্সিতে মেহেরাবনি, আরবিতে ছালাত, ফার্সিতে নামাজ, আরবিতে ছওম, ফার্সিতে রোজা, আরবিতে এবাদত, ফার্সিতে বন্দেগী, আরবীতে এতায়াত, ফার্সিতে তাবেদারী, আরবিতে গয়ের, জায়েজ, ফার্সিতে নাজায়েজ, আরবিতে নবি, ফার্সিতে পয়গম্বর।

কোরাণ আরবিতে নাজিল হইয়াছে, ইস্‌লাম আরবি ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, লেখক যখন কেবল আরবি কথাকে ইস্‌লামী কালাম বলিয়া দাবি করিয়াছেন, তখন গর ইস্‌লামী অর্থাৎ ফার্সি কালাম বলিয়া কি জন্য শয়তানের উকিল অথবা জাহান্নামী হইতেছেন?'

উপরোক্ত পারশ্যবাসী অগ্নি উপাসকগণের কথাগুলি ইস্‌লামী কালাম হইল, আর উহার অবিকল বঙ্গানুবাদ সাধু, তাপস, গুরু, শান্তি, আকাশ, ভুমি, পবিত্র, অপবিত্র, পাপ, পূণ্য অনুগ্রহ উপাসনা, অনুসরণ, প্রাণ কিজন্য গর ইস্‌লামী কালাম, হইল? লেখক যতক্ষণ কোরাণ ও হাদিস হইতে এই পার্থক্যের দলীল পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহার কথা প্রলাপ বা বাতীল মত বলিয়া গণ্য হইবে।

যদি উপোরোক্ত বাংলা কথাগুলি ইস্‌লামী কালাম না হয়,

তবে সাধারণতঃ লেখক যে সমস্ত বাংলা কথা বলিয়া থাকেন, তৎসমস্ত কিরূপে ইস্‌লামী কালাম হইবে?

খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন;—

ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم *

"তাঁহার (উক্ত আল্লাহতায়ালার) নির্দশনবলীর মধ্যে অসমান সকল ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের পৃথক পৃথক হওয়া।"

উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালাই আরবি, ফার্সি, হিন্দি, বাঙ্গালা, ইবরানি, ছোরইয়ানি, ইংরাজি, ইত্যাদি সমস্ত ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আহওয়ালোল-আম্বিয়ার ১ম খণ্ডে ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

(হজরত) ছামের বংশ ২৯ প্রকার ভাষা, হামের বংশ ১৭ প্রকার ভাষা এবং ইয়াফেছের বংশ ৩৬ প্রকার ভাষা বলিতেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, নানাবিধ ভাষা পয়গম্বর জাদাগণের ভাষা, কোন ভাষাতে কথা বলা দোষের কারণ হইতে পারে না।

আল্লাহতায়ালা শিশু সন্তানদিগকে এলহাম কর্ত্তৃক ভাষা শিক্ষা দিয়া থাকেন, বাঙ্গালা, ফার্সি, ইবরানি, সুরইয়ানি, ইত্যাদি প্রত্যেক ভাষা উহাদের মুখে সৃষ্টি করেন, যদি কোন ভাষাতে কথা বলা নাজায়েজ হয়, তবে আল্লাহতায়ালা কি নাজায়েজ ভাষা শিক্ষা দেন? ভাষা ধর্ম্মগত বিষয় নহে, বরং দেশগত বিষয়, আরবে, খৃষ্টান, য়িহুদী, হিন্দু (পৌত্তলিক) ও অগ্নি উপাসক ছিল, তাহাদের সকল শ্রেণীর ভাষা আরবি ছিল, তৎপরে আরবে ইস্‌লাম ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, কাজেই আরবি মুসলমানদিগের ভাষা আরবি হইয়া গেল। এইরূপ প্রাচীন পারশ্য, তুর্কিস্তান আফগানিস্থানে পৌত্তলকি, অগ্নি উপাসক, তাতারি ইত্যাদি নানাজাতির বাস ছিল, তাহাদের ভাষা পার্শি, তুর্কি ও পোস্ত ছিল, তৎপরে উল্লিখিত দেশ সমূহে মুলমানদিগের

বাসস্থান স্থিরিকৃত হইলে, তাঁহাদের ভাষাও ফার্সি, তুর্কি ও পোস্ত হইয়া গেল। এইরূপ ইউরোপে খৃষ্টান, য়িহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বাস ছিল, তাহারা ইংরাজি ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলিতেন, হিন্দুস্তান ও বঙ্গদেশে হিন্দুদের ভাষা হিন্দী ও বাঙ্গালা ছিল, তৎপরে উক্ত দেশ মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইলে, হিন্দি, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা মুসলমানগণের ভাষা হইয়া গেল, ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, ভাষা দেশগত বিষয়, ধর্ম্মগত বিষয় নহে, কাজেই মুসলমানগণের পক্ষে ইংরাজি, ফার্সি, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা সমস্তই সমান, মুসলমানগণের সমস্ত ভাষায় কথা বলা জায়েজ। কেবল কোরাণ হাদিস আরবিতে এবং হজরতের ভাষা আরবি; এই হেতু আরবি ভাষা আমাদের নিকট সমধিক সম্মানাই, তাই বলিয়া অন্য ভাষা নাজায়েজ হইতে পারে না।

অবশ্য যদি কোন কথাতে শরিয়তের খেলাফ মর্ম্ম প্রকাশ পায়, তবে সেই কথাটী আরবি হউক, ফার্সি হউক, উর্দ্দু হউক, ইবরানি হউক, বাঙ্গালা হউক পরিত্যাজ্য।

আরবি ثنا لله, ফার্সি درويش درويشها, ইবরানি راعنا শব্দ বলা নাজায়েজ হইয়াছে, যেহেতু উহার মর্ম্মে শরিয়তের খেলাফ ভাব বুঝা যায়। এসূত্রে কতক আরবি ফার্সি, ইবরানি শব্দ ও গর ইস্লামি ভাষা হইবে। যাহারা বাঙ্গালা না জানেন, তাহারা বাঙ্গালা সাধুভাষা দেখিলেই উহার ভাল মন্দ অর্থের বিচার না করিয়া উহাকে গর ইস্লামি ভাষা বলিয়া দাবি করেন, ইহা তাহাদের অনভিজ্ঞতার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রত্যেক ভাষায় কতকগুলি শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, আর কতকগুলি শব্দ কচিৎ ব্যবহৃত হয়, ব্যাঘ্র অর্থে আরবি اسد 'আছাদ' শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু একই মর্ম্মবাচক غضنفر গাজানফার শব্দ কচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এইরূপ প্রত্যেক ভাষাতে কতকগুলি নাদেরোল-ইস্তেমাল (কচিৎ ব্যবহৃত) শব্দ আছে; যথা— পৃথিবী, ধরণী, বিশ্বম্ভরা, মেদিনী, অবনী, ভূ, জগৎ ধরা,

ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ক্ষিতি, ভূমি, ভুবন, বলা হইয়া থাকে, উপরোক্ত শব্দগুলি একই মর্ম্মবাচক, কিন্তু তৎসমস্তের মধ্যে কতকগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হয়, আর কতকগুলি কচিৎ ব্যবহৃত হয়। যদি কচিৎ ব্যবহৃত শব্দগুলি মুসলমানি শব্দ না হয়, তবে আরবি 'নাদের' শব্দগুলি কোরাণ হাদিসে ব্যবহার করা কি নাজায়েজ হইয়াছে?

লেখক যে আয়তের মর্ম্মে উপরোক্ত মতগুলি প্রকাশ করিতে চেষ্টাবান হইয়াছেন, উক্ত আয়তের ঐরূপ মর্ম্ম কোন তফসিরে নাই, ইহা তাহার জালছাজি, ধোকাবাজি ও শয়তানি ওকালত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

—ঃ ৯ম ধোকা ঃ—

৮ পৃষ্ঠায়;—

"মাওলানা ছাহেবান ওয়াজের মহফেলে এই মোসলমানি বাংলা ভাষা বলিবেন ও বলিতে বলিবেন, আবশ্যক মত বাংলার এই মোসলমানি ভাষা লিখিবেন। মোসলমানি জানা যে কোন কালাম হউক, না বলিয়া গায়ের এসলাম দীনের কালাম বলা নাজায়েজ।"

—ঃ উত্তর ঃ—

আপনার ন্যায় বেদাতি, গাৎরাবুত লোকের মাওলানা সাহেব গণকে সাবধান করিতে হইবে না, তাঁহারা যে ভাষায় ইচ্ছা হয় ওয়াজ শুনাইবেন ও যে ভাষায় ইচ্ছা হয় লিখিবেন, আপনার হুকুম চালাইবার কোন আবশ্যক নাই।

কোরাণ সুরা নহলে আছে;—

و نزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم *

"এবং আমি তোমার দিকে কোরাণ নাজিল করিয়াছি এই হেতু যে, তুমি লোকদিগকে যাহা তাহাদের উপর নাজিল করা হইয়াছে বর্ণনা করিবে।"

উপরোক্ত আয়তের মর্ম্মানুযায়ী মাওলানা ও প্রচারকগণ জগতের লোকদিগকে কোরাণ বুঝাইতে বাধ্য। যাহারা বঙ্গভাষা জানেন, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কোরাণের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে হইবে, যাহারা ইংরাজি, তুর্কি, হিব্রু ইত্যাদি ভাষা জানেন, তাহাদিগকে সেই সেই ভাষাতে বুঝাইতে হইবে। উপরোক্ত লোকদিগকে কোরাণের মর্ম্ম আরবি, ফার্সি, উর্দ্দু অথবা দোভাষি বনামে মুসলমানি বাংলাতে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, তাহারা কোরাণ বুঝিতেও পারিবে না এবং উক্ত আয়তের মর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কাজেই লেখকের ঐরূপ উপদেশ কোরাণ শরিফের আয়তের বিপরীত, কাজেই উহা শয়তানি ওকালত ব্যতীত আর কি হইবে?

মিষ্টার আমির আলি সাহেব ইংরাজিতে কোরাণ হাদিসের মর্ম্ম নিজের গ্রন্থাবলীতে লিখিয়া সহস্র সহস্র ইউরোপবাসী নরনারীকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। মুন্‌শী মেহেরুল্লা সাহেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তাগণ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় বক্তৃতা দিয়া বা পুস্তক লিখিয়া কত শত হিন্দু নরনারীকে ইস্‌লামে দীক্ষিত করিয়াছেন। যাহারা ইংরাজী বা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় ইস্‌লামের সৌন্দর্য্য প্রচার করিতে বাধা দেয়, তাহারা ইস্‌লামের শত্রু, দুষ্ট বা উন্মাদ।

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন হিন্দু সন্তান হইয়াও বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় কোরাণ শরিফের অনুবাদ প্রচার করিয়া কত হিন্দু সন্তানকে পৌত্তলিকতা ছাড়াইয়া একত্ববাদের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

মৌলবি নইমদ্দিন সাহেব প্রমুখ আলেমগণ বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় কোরাণ অনুবাদ করতঃ ইংরাজি শিক্ষিত বহু নব্য যুবক মুসলমানকে নাস্তিকতা ও ইসলামের অনাস্থা ছাড়াইয়া ইসলামের মধুরতা উপলব্ধি করার পথ প্রসর করিয়া দিয়াছেন।

যদি ইসলাম জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত জগতের জন্য নাজিল হইয়া থাকে, তবে কেবল মুসলমানি বটতলার দোভাষিতে বক্তৃতা দিলে অথবা পুস্তক লিখিলে, জগদ্বাসিদিগের উপকার সাধিত হইতে পারে না।

মূল কথা লেখক যে কথাগুলি গর ইসলামি কালাম বলিয়া দাবি করিয়াছেন, তাহা গর ইসলামি কালাম নহে, বিনা দলীলে মনোক্তি মতে কতকগুলি কথাকে গর ইসলামি কালাম বলাই গর ইসলামি মত। তাহার এইরূপ মত প্রচার করারই নাজায়েজ।

—ঃ ১০ম ধোকা ঃ—

৮ পৃষ্ঠা;—

"এই সকল এসলামি মজহাবের কালামগুলি আন্দাজ সাত আট শত বৎসর হইতে এই বাংলা দেশে এস্তেমাল হইতেছে, এখন উহা আমাদের মাদরী ভাষা হইয়াছে, এই সমস্ত ভাষা ধোকা দিয়া ভুল করাইবেন না ও আপনারাও ভুলে পড়িবেন না।... কাহারও ধোকায় বা শরমে পড়িয়া এই ইসলামি কালাম না বলিয়া যে কোন ভাষায় কালাম বলিবেন, হাসরে দায়ীক হইতে হইবে।"

—ঃ উত্তর ঃ—

উক্ত কথাগুলি অধিকাংশ ফার্সি ভাষা, পারশ্যবাসিরা অগ্নি উপাসক ছিলেন, আমাদের কোরাণ হাদিস অনুযায়ী তাহারা বেহেশ্‌ত, দোজখ, নেকি বদি, গোনাহ, পীর, দরবেশ, বন্দেগী স্বীকার করিতেন না, কোরাণ হাদিসে উক্ত শব্দগুলি নাই, তবে উক্ত শব্দগুলি ইসলামি মজহাবের কালাম কিরূপে হইল? যদি অগ্নি উপাসক শ্রেণীর কথা গুলি মুসলমানদের ব্যবহার অনুযায়ী ইসলামি কালামে পরিণত হইয়া থাকে, তবে বঙ্গবাসিদের পাপ পুণ্য, গুরু, তাপস, উপাসনা শব্দ মুসলমানদিগকে ব্যবহার অনুযায়ী কেন ইসলামি কালাম হইবে না?

যে মুসলমানগণ বাঙ্গালা না জানেন, তাহারা সাত আট শত বৎসর জান্নাত, নার, ছাইয়েয়া হাছানা, শায়েখ, জাহেদ, এবাদত আরবি শব্দ ছাড়িয়া দিয়া ফার্সি বেহেশ্‌ত, দোজখ নেকি, বদি, গোনাহ, পীর, দরবেশ বন্দেগী বলিয়া আসিতেছেন, আবার যে

মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারা ও সাত আট শত বৎসর ধরিয়া পাপ, পুণ্য, গুরু, তাপস, উপাসনা, শব্দ বক্তৃতা বা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে শেষোক্ত শব্দগুলি মুসলমানগণের মাতৃভাষা হইবে না কেন?

হুগলীতে যাহা মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, ২৪ পরগণা, নদীয়া, শান্তিপুরে তাহার কতক মাতৃভাষা নহে, উপরোক্ত দুই স্থানের কতক মাতৃভাষা বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহি, জলপাইগুড়ির মাতৃভাষা নহে, তথাকার কতক মাতৃভাষা চট্টগ্রাম ও নওয়াখালির মাতৃভাষা নহে, তথাকার কতক মাতৃভাষা শ্রীহট্ট আসামের মাতৃভাষা নহে। যদি ৭/৮ শত বৎসরের মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কথা বলা নাজয়েজ হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় একদেশের পক্ষে অন্য দেশের মাতৃভাষা ব্যবহার করা নাজায়েজ হইবে। এক্ষণে লেখক প্রবরকে জিজ্ঞাসা করি যে, ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষার মধ্যে কোন্টী জায়েজ ও কোন্টী নাজায়েজ হইবে?

৭/৮ শত বৎসরের প্রচলিত মাতৃভাষায় কোন নাজায়েজ শব্দ থাকিলে, উহা জায়েজ হইবে কি? সদ্য ব্যবহৃত শব্দগুলি নির্দ্দোষ হইলে, তৎসমুদয় কি ব্যবহার করা নাজায়েজ হইবে?

আরবের মুসলমানগণ পারশ্য ও তুর্কিতে উপস্থিত হইয়া যে দুই চারিটী কথা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই তাহারা বলিতেন, আর যাহা না জানিতেন, তাহা বলিতে পরিতেন না। এইরূপ তাঁহারা আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানে উপস্থিত হইয়া যত পরিমাণ তথাকার ভাষা শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তত পরিমাণ ভাষা ব্যবহার করিতেন। আফগানি, হিন্দুস্তানি, পারশ্য ও আরববাসি মুসলমানগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া যত পরিমাণ বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবহার করিতেন।

মাওলানা আবদুল আউওল জনপুরী সাহেব দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে বাস করিয়া বঙ্গভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই, এক্ষেত্রে তিনি যে বাঙ্গালা কথাগুলি না জানিতেন বা বলিতে না

পারিতেন, তৎসমুদয় কি নাজায়েজ হইয়া যাইবে?

এক্ষণে লেখকের ধোকাবাজি প্রকাশিত হইল, পরকে ধোকাবাজ বলিতে গিয়া নিজেই ধোকাবাজ সাজিলেন, নিজেই গর ইসলামি ফৎওয়া দিয়া হাসরে দায়িক হইবেন।

তিনি নিজে যেরূপ বঙ্গভাষার কাঠপণ্ডিত, সেইরূপ লোককে কাঠপণ্ডিত সাজাইতে ইচ্ছা করেন, যদি তিনি বঙ্গভাষায় কিছু জানিতেন, তবে এরূপ প্রলাপোক্তি করিতেন না। তিনি ত আরবি, ফার্সিও জানেন না, এক্ষেত্রে কোন্ দিবস তিনি হয়ত লোককে আরবি ফার্সি পড়িতেও নিষেধ করিয়া দিতে পারেন।

—ঃ ১১ ভ্রম ঃ—

"সংসারের আবশ্যক মত বলিতে হইলে যে কওমের ভাষা সেই কওমকেই বলিবেন, যেন নিজের কওমকে না বলা হয়, নিজের কওমের ভাষা গায়ের কওমকে না বলা হয়।...কোন মুসলমান হিন্দু ভাইকে মিঞা সাহেব বলিবেন না, আবশ্যক মত মহাশয় বলিতে পারেন।"

—ঃ উত্তর ঃ—

লেখক মিঞার কথায় বুঝা যায় যে, কোন হিন্দু মোসলমানের ওয়াজ শুনিতে ইচ্ছা করিলে, পানি না বলিয়া জল, আল্লাহ্ না বলিয়া ঈশ্বর, নেকি বদি না বলিয়া পাপ পুণ্য, বেহেশ্‌ত দোজখ না বলিয়া স্বর্গ নরক বলিয়া বুঝাইবে, লেখক ফৎওয়া জারি করিয়াছেন যে, যে কওমের ভাষা সেই কওমকেও বলিতে হইবে, নিজের কওমের ভাষা গায়ের কওমকে বলিলে, গোনাহ না কি হয়, লেখকের এই ফৎওয়া অনুযায়ী হিন্দুর নিকট পানি, বেহেশ্‌ত, দোজখ, নেকি বদি, বলিলে, গোনাহ হইবে। তিনি ইতিপূর্ব্বে যত কথা বলিয়াছিলেন; এই এক কথায় তাহার সমস্ত দাবি বাতীল হইয়া গেল, এখন দেখি

খেলক পুনরায় সেই খোটার গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তৎপরে লেখকজী লিখিয়াছেন যে, হিন্দু ভাইদের সঙ্গে আলাপ প্রলাপ করিবেন। প্রলাপ শব্দের অর্থ বেহুদা কথা। আল্লাহ্ ও রসুল বেহুদা কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, আর খোন্দকারজী তাহাই বলিতে হুকুম দিলেন, ধিক্ তাহার এই ফৎওয়ার ধিক্।

—ঃ ১২ ভ্রম ঃ—

৯ পৃষ্ঠা;—

"হজরত ওমার কোন কোন কালাম বুঝাইবার জন্য আরবির দ্বারা ফার্সি করিয়া আরবি ফার্সি ভাষায় এস্লাম জারি করিয়াছিলেন। পাক কোরাণ শরিফ আল্লাহতায়ালা বুঝাইবার জন্য গয়ের আরবি ভাষা বানাইয়া যেমন সিজ্জিল আরবি বানাইয়া নাজেল করিয়াছেন।"

—ঃ উত্তর ঃ—

আরবিকে ফার্সি করা বাতীল কথা, তবে কতকগুলি ফার্সি শব্দকে আরবি করা হইয়াছে সত্য, কোরাণ শরিফে ফার্সি শব্দকে আরবি করা বুঝাইবার উদ্দেশ্য নহে, সুরা ফিলে যে সিজ্জিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কাহারও মতে উহা আরবি শব্দ, কাহারও মতে ফার্সি سنگ گل হইতে উহাকে আরবি করা হইয়াছে, আরবি حصاة 'হাছাত' শব্দ বলিলে, আরবেরা আরও বেশী বুঝিতে পারিতেন, তবে প্রথম কয়েকটী আয়তের শেষ অক্ষরের ওজনের সহিত ইহার ওজন মিলিত না, এই জন্য সিজ্জিল বলা হইয়াছে, অতএব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এই শব্দ বলা হয় নাই। কিন্তু হজরত ওমার যে আরবি শব্দকে ফার্সি বানাইয়া ইস্লাম জারি করিয়াছিলেন, ইহা পাগলের প্রলাপোক্তি, তবে সাহাবাগণ ইস্লাম প্রচার করিতে গিয়া কোরাণ হাদিসের মর্ম্মকে তুর্কি, পার্সি পোস্ত ইত্যাদি ভাষায় ব্যক্ত করিতেন, যদি তাঁহারা বা তৎপরবর্ত্তী বীর যোদ্ধাগণ অন্য ভাষার সাহায্য না

লইতেন তবে চীন, জাভা, বরনিয়ো ইত্যাদি প্রদেশে ইস্‌লাম প্রচার হইত না। যদি পশ্চিমদেশবাসীগণ বাংলা ও হিন্দী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ না করিতেন, তবে হিন্দুস্তান ও বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার হইত না। উপরোক্ত বিবরণে লেখকের দাবি একেবারে বাতীল হইয়া গেল।

—ঃ ১৩ ভ্রম ঃ—

৯/১০ পৃষ্ঠা;—

ভাষা বানাইবার ক্ষমতা হজরত সাহাবাগণের ছিল।

—ঃ উত্তর ঃ—

কোরাণ শরিফে সিজ্জিল শব্দ আছে, কোরাণ আল্লাহতায়ালার কালাম, উহা, অনাদি, তবে কিরূপে উক্ত শব্দ সাহাবাগণের কর্তৃক প্রস্তুত হইবে? ফার্সি লাগাম শব্দকে আরবিতে লেজাম করা হইয়াছে, ইহা হাদিসে ব্যবহার হইয়াছে, ইহাত প্রাচীন আরবদের জামানা হইতে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, সাহাবাগণ উক্ত শব্দকে আরবি করেন নাই। তবে ফার্সি শব্দের ব্যাকরণ অনুযায়ী আরবি করিতে প্রত্যেক ভাষাভাষী সক্ষম হইতে পারেন, ইহা সাহাবাগণের খাস কার্য্য নহে।

—ঃ ১৪ ভ্রম ঃ—

১০ পৃষ্ঠা;—

বোজর্গান্ সাহেবান বরাবর দীন এস্‌লাম এক ভাষায় জারি করিয়া আসিয়াছেন। কোন স্থানে কোন ভাষা বদলাইবার ক্ষমতা কোন বোজর্গানের ছিল না কেয়ামত তক এই এছলামী ভাষা কোন বোজর্গান তবদিল করিতে পারিবেন না, বদলাইলে এস্‌লামী কালামের শেরক করা হইল।

—ঃ উত্তর ঃ—

তাঁহারা একই ভাষায় কিছুতেই ইস্‌লাম জারি করেন নাই,

বরং ফার্সি, উর্দ্দু, তুর্কি, পোস্ত বাংলা ইত্যাদি নানা ভাষায় দীন জারি করিয়াছিলেন, একই ভাষায় দীন জারি কিরূপে সম্ভব হইবে? পারশ্য, তুর্কিস্তান, চিন, হিন্দুস্তানের লোক কিরূপে আরবি ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইবেন? আরবে কালাম, পারশ্যে, ছাখোন, হিন্দুস্তানে বাঙ, বঙ্গদেশে কথা এইরূপ ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া দীন জারি করিয়াছেন, এই কার্য্যকে শেরক বলা গোমরাহি, বেদাত ও শয়তানি কথা। আর একই ভাষায় দীন জারির কথা বলা পাগলের প্রলাপোক্তি।

—ঃ ১৫ জাল ঃ—

১০ পৃষ্ঠা;--

এমাম মেহদী (আঃ) ও হজরত ইসা (আঃ) দুনিয়াতে তসরিফ আনিয়া এই দীন এসলামের কালাম মোতাবেক এসলাম দীন জারি করিবেন।

—ঃ উত্তর ঃ—

ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, তাঁহারা আরবি ভাষাভাষী হইবেন, তাঁহারা ফার্সিতে কথা বলিবেন না, বেহেশ্ত, দোজখ আরাম, ময়দান, পাক, নাপাক, নেকি, বদি, গোনাহ, মেহেরবানি, নামাজ, রোজা, বন্দেগী তাবেদারি, জান ফার্সি কথা, তাঁহারা উক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করিবেন না, বরং প্রত্যেক কথা আরবিতে বলিবেন।

লেখক একজন পয়গম্বর ও এমাম মেহদীর উপর এত বড় মিথ্যা কথার আরোপ করিয়া মহা গোনাহগার হইলেন।

—ঃ ১৬ মিথ্যা ঃ—

এই এসলামি পাক কালাম জবানে বলা এক এবাদত।

—ঃ উত্তর ঃ—

কোরাণ হাদিস পাঠে এবাদত বা নেকি হয়, উহার বাংলা,

ফার্সি, উর্দ্দু অনুবাদ করিয়া লোককে বুঝাইলেও নেকি হইবে না কেন?

বেহেশ্‌ত, দোজখ, নেকি, বদি, গোনাহ, পাক, নাপাক, বন্দেগী, তাবেদারি, ফার্সি কথা, কোরাণ হাদিসে জান্নাত, নার, ছাইয়েয়া, হাছানা, তাহের, নাজাছ, এবাদত, এতায়াত শব্দ আছে, পারশ্যবাসী অগ্নি উপাসকগণ, ঠিক মুসলমানদের ন্যায় বেহেশ্‌ত, দোজখ, নেকি; বদি, পাক, নাপাক, বন্দেগী ইত্যাদি স্বীকার করিতেন না, আমাদের মতে যাহা নেকি, তাহাদের মতে তাহা গোনাহ, আমাদের মতে যাহা নাপাক, তাহাদের মতে তাহা পাক, কাজেই উক্ত শব্দগুলি পাক হইল কিরূপে? উক্ত শব্দগুলি ব্যবহারে এবাদত হইবে কিরূপে? এইরূপ বিনা দলীলের বাতীল কথা বলা, আর নূতন শরিয়ত প্রস্তুত করার দাবি করা একই কথা। লেখকের ধোকায় কোন বিবেক সম্পন্ন লোক পড়িবেন না, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

—ঃ১৭ দাগাবাজি ঃ—

১১/১২ পৃষ্ঠা,—

"এ জামানার অনেক লোক নবি কিম্বা এমাম ও আলেমের দাবি করিয়া; এই এছলাম দীন হইতে বাহির করিবার মতলবে, গায়ের এসালামের কালামের দ্বারা গোমরা করিতেছে ও করিবে। খুব সাবধান, ধোকায় পড়িবেন না, ঐ সব ধোকার মহফেলে না যাওয়াই বেহতের।

কতকআলেম মৌলবি সাহেবান পাক কোরাণ শরিফের তরফ খেয়াল না রাখিয়া নিজের এস্‌লামী কালাম ছাড়িয়া দিয়া ওয়াজ নছিহতের মহফেলে হিন্দুয়ানী সেরেকী বাংলা ভাষায় পরিচয় দিয়া ওয়াজ নছিহতে বয়ান করিয়া আপনাদিগকে ধোকায় ফেলিতেছেন, নিজেরাও ধোকায় পড়িতেছেন। ইহার ফল এই যে, আপনাদিগকে ইবলিছ ও নফছ শয়তানের তাবেদার বানাইতেছেন আর নিজেরাও তাবেদার বনিতেছেন, আর আপনাদের ইমান বাতির তেল শুকাইতেছে।

—ঃ উত্তর ঃ—

যদি লেখকের উপরোক্ত কথা সত্য হয়, তবে তিনি প্রথম নম্বরের ধোকাবাজ, ইবলিছের তাবেদার ও ভ্রান্তকারী হইবেন, কেননা তিনি এই পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় 'সর্ব্বশক্তিমান' শব্দ লিখিয়াছেন, প্রকৃতবোধ অভিধানের ১০৮৪ পৃষ্ঠায় উহার এক অর্থ পরমেশ্বর লিখিত আছে, আরও উক্ত অভিধানের ৫৮০ পৃষ্ঠায় পরমেশ্বর শব্দের অর্থ বিষ্ণু, শিব লিখিত আছে। আরও উহার ১০৮৩ পৃষ্ঠায় সর্ব্ব শব্দের অর্থ বিষ্ণু, শিব বলিয়া লিখিত আছে। আরও ৯৮২ পৃষ্ঠায় শক্তি শব্দের একার্থ লক্ষ্মী বলিয়া লিখিত আছে। আর তিনি উক্ত পুস্তকের বহু স্থলে ভাবা শব্দ লিখিয়াছেন, উক্ত অভিধানের ৮৩৭ পৃষ্ঠায় উহার এক অর্থ বাক্‌দেবতা (সরস্বতী) বলিয়া লিখিত আছে। তিনি উহার ৩৩ পৃষ্ঠায় সম্মান শব্দ লিখিয়াছেন, উক্ত অভিধানের ১০৮০ পৃষ্ঠায় উহার এক অর্থ পূজা লিখিত আছে। তিনি উহার ৩৩ পৃষ্ঠায় বিধান শব্দ লিখিয়াছেন, কিন্তু উক্ত অভিধানের ৭৬০ পৃষ্ঠায় উহার এক অর্থ বিধি লিখিত আছে, আরও উক্ত পৃষ্ঠায় বিধি শব্দের অর্থ শাস্ত্র, যজ্ঞ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও বিধাতা লিখিত আছে, আর বিধাতার অর্থ কন্দর্প কামদেব সৃষ্টি কর্ত্তা ও প্রজাপতি ইত্যাদি লিখিত আছে।

লেখক উক্ত পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ শব্দ লিখিয়াছেন, কিন্তু উক্ত অভিধানের ১০৩৫ পৃষ্ঠায় উহার এক অর্থ ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু ও কুবের লিখিত আছে।

আরও তিনি উহার ৩৬ পৃষ্ঠায় তত্ত্বদর্শী শব্দ লিখিয়াছেন, কিন্তু উক্ত অভিধানের ৩৮১ পৃষ্ঠায় উহার অর্থ দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ লিখিত আছে, লেখক নিজেই এই পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় দর্শন শব্দের অর্থ বেদান্ত, বোদ্ধ শাস্ত্র লিখিয়াছেন। তিনি উহার ৩৫ পৃষ্ঠায় সত্য শব্দ লিখিয়াছেন, কিন্তু উক্ত অভিধানের ১০৫৫ পৃষ্ঠায় উহার অর্থ শ্রীরাম, বিষ্ণু, নন্দীমুখ (পার্ব্বন শ্রাদ্ধ), শ্রাদ্ধদেব, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি লিখিত আছে।

তিনি ৩৫ পৃষ্ঠায় মধু শব্দ লিখিয়াছেন, কিন্তু উক্ত অভিধানের ৮৬১ পৃষ্ঠায় মধু শব্দের অর্থ দৈত্যবিশেষ বলিয়া লিখিত আছে। আরও তিনি উহার ৪০ পৃষ্ঠায় শৃঙ্গ শব্দ লিখিয়াছেন, কিন্তু উক্ত অভিধানের ১০২২ পৃষ্ঠায় উহার এক অর্থ মুনিবিশেষ বলিয়া লিখিত আছে।

তিনি ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রাণী, ৩৫ পৃষ্ঠার শেষে ৩২ পৃষ্ঠায় যোগ এবং ১ পৃষ্ঠায় একা শব্দ লিখিয়াছেন, কিন্তু উক্ত অভিধানের ৬৭৫ পৃষ্ঠায় প্রাণী শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ও প্রজাপতি, ১০২৩ পৃষ্ঠার শেষ শব্দের অর্থ দেব, বলদেব ও ভগবানের দ্বিতীয় মুর্ত্তি, ৯৩০ পৃষ্ঠায় যোগ শব্দের অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ, ধ্যান; পাতঞ্জলী প্রণীত দর্শন শাস্ত্রবিশেষ লিখিত আছে। লেখক নীলাম্বরী সাড়ি শব্দদ্বয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন, উহার পুংলিঙ্গ নীলাম্বর, প্রকৃতবোধ অভিধানের ৫৬১ পৃষ্ঠায় নীলাম্বর শব্দের অর্থ বলরাম দেবতা লিখিত আছে।

লেখক মা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত অভিধানের ৮৮৪ পৃষ্ঠায় উহার এক অর্থ লক্ষ্মী বলিয়া লিখিত আছে।

এক্ষণে লেখক শেরেকি বাংলা লিখিয়া বা বলিয়া খান্নাছের চেলা ও দেবতার গুরু সাজিলেন কিনা? এইরূপ লেখক উক্ত পুস্তকে কেবল, পশু, আকার, অধীন, শতবৎসর, আবদ্ধ, সংসারের প্রতিবাসী, মহাশয়, নিযুক্ত, চেষ্টা সাধ্য, সহ, পরিচয় স্বর্গ, বশীভূত, সন্তুষ্ট, বিশ্বাস, দেহ, সৃষ্টি, মন, ভাগ, সঙ্গলিত, দিবস, শরীর, অভাব, জিজ্ঞাসা, পণ্ডিত,, অঙ্গীকার, আদেশ; কর্ত্তব্য; বিখ্যাত; ক্ষতি; উদ্দেশ্যে, জীবন মরণ? বশবর্ত্তী; মহান; প্রেরিত; একদা; প্রতিজ্ঞা; ভীতপ্রদ; অবাধ্য, ধর্ম্ম, লক্ষ্য, উদ্ধৃত, সমাপ্ত, উপদেশ, উন্মুক্ত অভ্যর্থনা, সুগন্ধ, আমোদিত, অতিক্রম, অধৈর্য্য, বিনীত, পূর্ণ, মুহূর্ত্ত, রক্ত, সুগন্ধি, ক্ষুধ, প্রখর, দারুণ, বিবর্ণ, ব্যাখ্যা, ও প্রতিশোধ ইত্যাদি বহু বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, উপরোক্ত স্থল সমূহে দোভাষী বাংলা

আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, ইহাতে তিনি হিন্দুয়ানী, শেরেকি বাংলা বলিয়া লোককে ইবলিছের চর করিতেছেন কিনা? নিজেও আজাজিলের সহায়তাকারী হইলেন কিনা?

মেশকাত ৩৯৯ পৃষ্ঠা;—

عنه امرني رسول الله صلعم ان اتعلم السريانية و في رواية امرني ان اتعلم كتاب يهود و قال اني ما آمن يهود على كتاب قال فما مربي نصف شهر حتى تعلمت فكان اذا كتب الى يهود كتبت و اذا كتبوا اليه قرأت له كتابهم رواه الترمذي *

"জয়েদ বেনে ছাবেত বলিয়াছেন, (হজরত) রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে সুরইয়ানি (সুরিয়) ভাষা কিম্বা ইহুদিদের কেতাব শিক্ষা করিতে হুকুম করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি পত্র (পাঠে ও লিখনে) ইহুদিদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। হজরত জয়েদ বলেন, অৰ্দ্ধ মাস গত না হইতে না হইতে আমি (উহা) শিক্ষা করিলাম। যে সময় তিনি য়িহুদিদিগের নিকট পত্র লিখিতেন, আমি লিখিয়া দিতাম, আর যে সময় ইহুদিরা তাঁহার নিকট পত্র লিখিতেন, আমি তাঁহার নিকট উহাদের পত্র পাঠ করিতাম।"

মেরকাত, ৪/৫৬৭

لا يعرف فى الشرع تحريم لغة من اللغات سريانية او عبرانية هندية او تركية او فارسية و قد قال الله تعالى و من اياته خلق السموات والارض و اختلاف السنتكم اى لغاتكم بل هو من جملة المباحات نعم يعد من اللغو مما لا يعنى وهو مذموم عند ارباب الكمال الا اذا ترتب عليه فائدة فحينئذ يستحب كما يستفاد من الحديث •

শরিয়তে কোন ভাষা সুরিয়ানি হউক, আর ইব্রানি হউক, হিন্দী, তুর্কি কিম্বা ফার্সি হউক, শিক্ষা করা হারাম হওয়ার প্রমাণ

নাই, আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, "তাঁহার নিদর্শনবলীর মধ্যে আসমান সকল ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা পৃথক পৃথক হওয়া অন্যতম।" বরং উহা মোবাহ কার্য্যের মধ্যে গণ্য, অবশ্য উহা অনাবশ্যকীয় বিষয়, যদি উহাতে কোন লাভ হয়, তবে মোস্তাহাব হইবে, যেরূপ হাদিসে বুঝা যায়, নচেৎ সুবিজ্ঞ লোকদের মতে দূষিত হইতে পারে।"

পাঠক, উক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে; বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচার করিতে গেলে বাংলার আবশ্যক। তুর্কিস্থানে ইস্‌লাম প্রচার করিতে গেলে তুর্কি ভাষার দরকার। হিন্দুদিগকে কোরাণ ও হাদিস বুঝাইতে গেলে বিশুদ্ধ বাংলার দরকার। ইংরেজদিগকে ইস্‌লাম বুঝাইতে গেলে ইংরাজির দরকার। এই হিসাবে উপদেষ্টা আলেমদিগকে স্থলবিশেষে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা শিক্ষা করা বা বলা মোস্তাহাব।

সাধারণতঃ কথোপকথনের জন্য বঙ্গবাসিদিগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা করা মোবাহ। যদি বঙ্গবাসিদিগকে আরবি, ফার্সি, তুর্কি বলা হয়, তবে উহাতে কোনই লাভ হইতে পারে না, বরং উহা অনাবশ্যকীয় দূষিত কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি পার্থিব বা পারলৌকিক কোন প্রাকর লাভ না হয়, তবে এমতাবস্থায় কোন একটী ভাষা শিক্ষা করিতে জীবন যাপন করা অনর্থক বা দূষিত বিষয় হইতে পারে।

খোদাতায়ালা যে বঙ্গভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন, হজরত নুহ (আঃ) এর কতক পুত্র যে ভাষায় কথা বলিতেন, উহাকে হিন্দুয়ানী শেরেকি বাংলা বলা লেখকের ধৃষ্টতা ও বাতীল মত।

হজরত নবি (সাঃ) প্রত্যেক ভাষা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আর লেখক কতক ভাষাকে শয়তানি কার্য্য বলিয়াছেন, ইহাতে লেখক নিজেই শয়তানি কার্য্য করিয়াছেন।

তৎপরে পণ্ডিত লেখক ১৪/১৫ পৃষ্ঠায় কয়েকটী আয়ত লিখিয়াছেন, উক্ত আয়ত কয়েকটী তাহার মতের সহিত কোনই সম্বন্ধ রাখে না, একটারও অনুবাদ ঠিক হয় নাই, অবশেষে লেখক

১৫ পৃষ্ঠার শেষে যে আরবি এবারতগুলি লিখিয়াছেন, উহার তরজমা মাথা মুণ্ড কিছুই হয় নাই, যে পণ্ডিত বাংলা ভাষায় একটী আয়তের তরজমা ঠিক লিখিতে পারেন না, তিনি বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানি শেরক কিম্বা আরও কত কিছু বলিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মেহেরবানি করিয়া বাংলা ভাষা হইতে তওবা করিলে, সব গোল মিটিয়া যায়। লেখক কয়েক বৎসর আরবি শিক্ষা করিয়া আরবিতে কথা বলিতে শিখুন, তৎপরে এই গাল গল্প করিবেন। ছি; ছি; এইরূপ লোকও কেতাব লিখিতে বাসনা করে।

—ঃ ১৮ ভ্রম ঃ—

১৬ পৃষ্ঠা;—

" যে কেহ দীন এস্‌লাম ছাড়া গায়ের এস্‌লাম দীন আমল করিবে, আমি তাহা কবুল করিব না।"

—ঃ উত্তর ঃ—

উপরোক্ত আয়তের তরজমা এইরূপ হইবে;—

"শবং যে কেহ ইস্‌লাম ব্যতীত কোন দীন অন্বেষণ করে, অনন্তর উহা তাহা হইতে কবুল করা হইবে না।"

আমি তাহা কবুল করিব না, একথা এস্থলে নাই, এরূপ কোরাণের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা মুসলমানের কার্য্য নহে।

পাঠক, এক্ষণে ইস্‌লাম কাহাকে বলে শুননু;—

মেশকাত, ১১ পৃষ্ঠা;—

قال يا محمد اخبرنى عن الاسلام قال الاسلام الخ ❁

"(হজরত) জিবারালি (আঃ) বলিলেন, ইয়া মোহাম্মদ, আপনি আমাকে ইস্‌লামের সম্বন্ধে সংবাদ দিন, তিনি বলিলেন, শাহাদাত

কলেমা পড়িবে, নামাজ সুসম্পন্ন করিবে, জাকাত প্রদান করিবে, রমজানের রোজা করিবে এবং যদি তোমার হজ্জের পাথেয় থাকে, তবে হজ্জ করিবে।"

ইহাকেই ইস্‌লাম বলে, ভাষা ব্যবহার করা, না করাকে ইস্‌লাম বলে না, নচেৎ আরবি ভাষা বলা ইস্‌লামের ফরজ হইয়া যাইত এবং বেহেশ্‌ত, দোজখ, নেকি, বদি, গোনাহ, আরাম ইত্যাদি ফার্সি শব্দ ব্যবহার করা ইস্‌লামে হারাম হইয়া যাইত।

যে ব্যক্তি বর্ত্তমান ইহুদী, খ্রীষ্টান কিম্বা মজুছি (অগ্নি উপাসক) বৌদ্ধ, পৌত্তলিক ইত্যাদি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তৎসমস্তকে গ্রহণীয় বলিয়া ধারণা করে, সেই ব্যক্তি কাফের হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি ইব্রানি, সুরইয়ানি, ফার্সি, উর্দ্দু, পোস্ত তুর্কি ইংরাজি অথবা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি কাফের নহে, যে পণ্ডিত উপরোক্ত ভাষা ব্যবহার করাকে কাফেরি কথা বা গর-ইসলাম দীন বলে, সেই ব্যক্তি কাফের হইবে, এবং তাহার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ নহে।)

—ঃ ১৯শ জাল ঃ—

১৭ পৃষ্ঠা;—

"আল্লাহ্‌তায়ালা ফরমাইতেছেন, তুমি দীন এসলামের উপর ঠিক থাক, যেমত তুমি হুকুম পাইয়াছ, আর গায়ের এসলাম দীনের বশীভূত হইও না আর তুমি বল, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা কেতাব হইতে নাজেল করিয়াছেন, তাহার উপর আমি দেলের সহিত ইমান আনিয়াছি। ইহাতে বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি গায়ের এস্‌লামের সন্তুষ্টির জন্য এসলামের কালাম ছাড়িয়া গায়ের এসলামের কালাম বলিল, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার নাফরমানি করিল।"

উক্ত অনুবাদ ঠিক হয় নাই, উহাতে তহরিফ ও জাল করা হইয়াছে, প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে;—

"এবং তুমি (হে মহম্মদ) যেরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, সেইরূপ ঠিক থাক এবং তাহাদের (য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদের) বাতীল কামনার অনুসরণ করিও না এবং বল আল্লাহ যে কেতাব (আমার ও প্রাচীন নবিগণের) উপর নাজিল করিয়াছেন, তাহার উপর ইমান আনিলাম।

তফসিরে হোছায়নি, ২/৬৪২ পৃষ্ঠা;—

লেখক আয়তের অনুবাদ করিতে 'গায়ের ইস্‌লাম দীনের বশীভূত হইও না, দেলের সহিত' দীন' ইস্‌লামের উপর লিখিয়াছেন, উহা জাল, 'যাহা কেতাব হইতে' স্থলে 'যে কেতাব' হইবে।

পাঠক, উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা নবি (আঃ) কে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদের বাতীল কামনার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সমস্ত আসমানি কেতাবের উপর ইমান আনিতে হুকুম করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা এস্থলে ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। যদি ভাষা সম্বন্ধের কথা হইত, তবে সকলকেই আরবি, ইব্রানি ও সরইয়ানি বলা ওয়াজেব হইয়া যাইত, যেহেতু পয়গম্বরগণের কেতাব উক্ত ভাষাগুলিতে নাজেল হইয়াছিল, আর বেহেশ্‌ত, দোজখ, গোনাহ, নেকি, বদি, পাক, নাপাক, নামাজ, রোজা উক্ত কেতাবগুলির ভাষাও নহে, এজন্য তৎসমস্ত বলা নাজায়েজ হইয়া যাইত। ইহাকে লেখকের কোরাণের আয়তের মর্ম্ম প্রকাশে জালছাজি ও তহরিফ করা প্রমাণিত হইল।

ইহা কি ইবলিছের ওকালত নহে?

تو هستي فرشتۂ ز نجبيل
چرا با جهازی کني قال و قيل

—ঃ ২০শ ভ্রম ঃ—

১৯ পৃষ্ঠা;—

আজাজিল... এবরানি ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা বানাইয়া...

—ঃ উত্তর ঃ—

ইব্রানি পৃথক ভাষা ও সংস্কৃত পৃথক ভাষা, আল্লাহ্তায়ালা হজরত নুহ (আঃ) এর বংশধরগণকে প্রত্যেক ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। কাজেই আজাজিলের ইব্রানি ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা প্রস্তুত করা বাতীল কথা।

—ঃ ২১শ ভ্রম ঃ—

লেখক ১৯/২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আজাজিল ব্রহ্মা ও ঈশ্বর শব্দ প্রস্তুত করিয়াছে। লেখক যে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাতে একেবারে অনভিজ্ঞ এই স্থলেই তাহা প্রকাশ হইতেছে।

হজরত নুহ (আঃ) এর সন্তান সন্ততিগণ ৭২ প্রকার ভাষায় কথা বলিতেন, প্রত্যেক ভাষাতে আল্লাহ্তায়ালার পৃথক পৃথক নাম ছিল, নাস্তিক ব্যতীত জগতের প্রত্যেক জাতি আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, কাজেই প্রত্যেক ভাষাতে আল্লাহ্তায়ালার পৃথক পৃথক নাম থাকা অনিবার্য্য।

আরবিতে আল্লাহ, ইব্রানিতে এলাহ, সুরইয়ানিতে লাহা, ফার্সিতে খোদা ও ইজাদ, সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্ম, বঙ্গভাষায় ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বলে। ব্রহ্ম শব্দের আভিধানিক মর্ম্ম জগৎ কর্ত্তা। ঈশ্বর শব্দের আভিধানিক অর্থ শ্রেষ্ঠ অধিপতি, এই অর্থে উক্ত শব্দ খোদাতায়ালার উপর প্রযোজ্য, কিন্তু যদি হিন্দুরা ঈশ্বর শব্দের ধাতুগত অর্থ ত্যাগ করিয়া উক্ত শব্দকে অন্যদেব দেবতার নামে প্রয়োগ করেন, তবে উহা তাহাদের নিজেদের ব্যবহৃত অর্থ হইবে। যদি কোন মুসলমান ব্রহ্ম শব্দকে জগতের কর্ত্তা অর্থ ধারনায় এবং ঈশ্বর শব্দকে শ্রেষ্ঠ অধিপতি অর্থ ধারণায় খোদাতায়ালার উপর প্রয়োগ করেন, তবে সে ব্যক্তি কিছুতেই কাফের হইতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্‌কে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম

বলা জায়েজ কিনা, তাহা বিদ্বানগণ স্থির করিবেন। এস্থলে লেখকের এই উক্তি যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর শব্দদ্বয় ইবলিছের সৃষ্টি তাহার অসারতা প্রকাশ করা হইল।

আর ইহাও স্বীকার্য্য বিষয় যে, হিন্দুদের ব্রহ্মা বা ঈশ্বর শব্দকে অন্য দেব দেবতার উপর প্রয়োগ ইবলিছের শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু ধাতুগত অর্থের হিসাবে উহাতে কোন দোষ দেখা যায় না।

লেখক এস্থলে ঈশ্বর বলা নাজায়েজ হওয়ার যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, উহাতে মনে শান্তি হয় না, তিনি লিখিয়াছেন, হিন্দুদের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর সকল দেহে বাস করে, ঈশ্বর কাজ করে ও দেখা দিতে পারে।

লেখকের এই প্রমাণ অকর্ম্মন্য, কেননা কোরাণ শরিফে আছে, খ্রীষ্টানগণ আল্লাহ্তায়ালাকে তিন অংশে বিভক্ত বলিয়া ধারণা করে, য়িহুদি, ও মোশরেকগণ আল্লাহ্তায়ালাকে পুত্র কন্যাধারী বলিয়া ধারণা করে। আরবি তওরাতে আল্লাহ্কে সাকার বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে কি আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করা মুসলমানের পক্ষে নাজায়েজ হইবে? এইরূপ ঈশ্বর শব্দের ধাতুগত অর্থ শ্রেষ্ঠ অধিপতি, মুসলমানগণও আরবিতে উক্ত অর্থে খোদাকে মালেকে আ'লা বলিয়া থাকেন, তৎপরে হিন্দুরা উক্ত অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য দূষিত অর্থ গ্রহণ করিলে, মুসলমানদের পক্ষে নাজায়েজ হওয়ার প্রমাণ হয় কি? মূল কথা ঈশ্বর শব্দ বলা জায়েজ নহে, ইহার প্রমাণ থাকিলে, সকলকে মান্য করিয়া লইতে হইবে।

—ঃ ২২ জালছাজি ঃ—

।। ৬ প্রলাপ ।।

২১ পৃষ্ঠা;—

গায়ের ইসলাম দীনের বুনইয়াদ ঈশ্বর, আর উহার তরিকার যাহা হইতেছে উহার হুকুম যে পাপ, পবিত্র, মহাপুরুষ ইত্যাদি যত

নাম আছে এ সব কখনই পাক জবানে বাহির করিবেন না, বাহির করিলে শয়তানের উকিল হইবেন। কারণ এসব কালাম বলা নাজায়েজ। এই গায়ের এসলাম দীনের নাতিজা হইতেছে আখেরে জাহান্নাম।

—ঃ উত্তর ঃ—

ঈশ্বরের আহকাম হইল পবিত্র, পাপ, মহাপুরুষ ইহা পাগলের প্রলাপোক্তি, মস্তিষ্ক বিকৃত না হইলে, এইরূপ শয়তানি কথা মুকে বাহির হয় না, যে এই ফজুল কথা বিশ্বাস করে, সেও পাগল।

ঈশ্বর শব্দ বাংলা বলিয়া পবিত্র, পাপ, মহাপুরুষ শব্দ ঈশ্বরের আহকাম হইল, এক্ষেত্রে লেখক এই পুস্তকে ধর্ম্ম, ভারতীয়, প্রেরিত পুরুষ, শ্রেষ্ঠ, ভাষা, একা, বিধান, মহান্ তত্ত্বদর্শিগণ, শিক্ষা সম্মান, যোগ, মধু, শেষ, সত্য, প্রাণী, সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি ঈশ্বরের আহকাম লিখিয়া শয়তানের বড় উকিল নরকের কীট সাজিলেন কিনা?

اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم *

অপূর্ব্ব লেখকের মতে জান্নাত, জাহান্নাম, হাছানা, ছাইয়েয়া, রাহাত, ছালাত, ছওম, শায়েখ, মাসায়েখ, ছেরাত, আরজ, ছামা, তাহের নাজাছ, তাইয়েব খবিছ, লোৎফ, এতায়াত আল্লাহ্‌তায়ালার আহকাম হইবে, যেহেতু এই শব্দগুলি আরবি, যেরূপ আল্লাহ শব্দ আরবি।

আরও তাহার মতে বেহেশতে, দোজখ, নেকি, বদি, গোনাহ, আরাম, নামাজ, রোজা পীর, বোজর্গ, দরবেশ, আসমান, জমিন, পাক, নাপাক, মেহেরবানি, বন্দেগী, খোদাতায়ালার আহকাম, আল্লাহ্‌তায়ালার আহকাম হইতে পারে না, কারণ উক্ত শব্দগুলি ফার্সি, খোদা শব্দও ফার্সি, আল্লাহ শব্দ আরবি, কোরাণে উক্ত শব্দ গুলি নাই। পারশ্যবাসীগণ অগ্নি উপাসক ছিলেন, তাহারা বেহেশ্‌তে, দোজখ, নেকি, বদি ইত্যাদি শব্দ বলিতেন। কাজেই লেখক আল্লাহ্‌তায়ালার

বান্দা; খোদার বান্দা নহেন; আল্লাহতায়ালার বান্দা হইয়া খোদার আহকাম স্বীকার করিয়া অগ্নি উপাপক শয়তানের বড় উকিল ও জাহান্নামের বড় দারোগা হইবেন কিনা?

লেখক বাংলা ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন এবং বঙ্গভাষায় পুস্তক লিখিয়াছেন, কাজেই ঈশ্বরের আহকামে তাহার রক্ত মাংস জড়িভূত হইল এবং তিনি খান্নাছের উকিল হইলেন কিনা; তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

লেখক যে শব্দগুলি ইসলামের আহকাম বলিয়া দাবি করিয়াছেন; তৎসমস্তের বিচার করার পূর্ব্বে কয়েকটী কথা পাঠকের গোচরীভূত করিতেছে।

পাঠক;— মনে রাখিবেন; প্রত্যেক ভাষায় অনেক শব্দ আছে যাহার একাধিক প্রকার মর্ম্ম হইয়া থাকে, যেরূপ আরবি আএন عين শব্দ, ইহার নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার অর্থ আছে; চক্ষু, ঝরণা, জানু, সূর্য্য, খাঁটি, স্বর্ণ, প্রকাশ্য অর্থ, গুপ্তচর, লোক ও পাল্লা ইত্যাদি। স্থলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়া থাকে, লক্ষণাদি দ্বারা পৃথক পৃথক মর্ম্ম নির্ব্বাচন করা হয়, এক মর্ম্মের স্থলে অন্য মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, কোরাণ ও হাদিস একেবারে বিকৃত হইয়া যাইবে। এইরূপ বহু অর্থবাচক শব্দকে আরবিতে মোশ্‌তারেক বলা হয়।

আর কোন কোন শব্দের আভিধানিক অর্থ একই প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণত লোকদের অথবা বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যবহারের অন্য প্রকার মর্ম্ম গৃহীত হয়, যেরূপ আরবি দাব্বাহ্ دابة শব্দ, ইহার আভিধানিক অর্থ জমিতে প্রত্যেক গমনশীল জীব, এই অর্থে কোরাণের এই আয়ত উল্লেখ হইয়াছে;—

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها •

"জমিতে এমন কোন গমনশীল জীবন নাই যাহার জীবিকা

আল্লাহতায়ালার উপর নাই।'' কিন্তু সমস্ত আরবদিগের ব্যবহারে ঘোটক, অশ্বতর (খচ্চর) ও গর্দ্দভকেই দাব্বাহ্ বলা হইয়া থাকে।

কোরাণ ও হাদিসের ব্যবহারে دابة الارض 'দাব্বাতোল আরজ' কেয়ামতের লক্ষণ স্বরণ বিশিষ্ট জীবকে বলা হইয়াছে।

এইরূপ ছালাত শব্দের মর্ম্ম দোয়া, কিন্তু শরিয়তের ব্যবহারে নামাজকে বলা হয়। রহমত, এস্তেগফার উহার অন্য অর্থ আছে। তফসির বয়জবিতে আছে, ছালাত শব্দের মূল অর্থ দুইটী নিতম্ব (পাছা) কাঁপান। এইরূপ আরবি فعل ফে'ল শব্দের অর্থ করা, কিন্তু নহো তত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণ একপ্রকার বিশেষ শব্দকে ফে'ল বলিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, শব্দ উচ্চারণকারী ব্যক্তি নিয়ত অনুসারে বহু অর্থবাচক শব্দের বিশিষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করা হইবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এস্তেলাহ্ (ব্যবহার) অনুসারে শব্দের অর্থ গ্রহণ করা হইবে।

কোরাণ শরিফে আছে;—

كل يعمل على شاكلته

''প্রত্যেকে নিজের রীতি অনুসারে কার্য্য করে।''

হাদিসে আছে;—

انما الا عمال با لنيات لكل امرء ما نوى •

নিয়ত অনুসারে আমল সমূহ (কার্যকলাপ) হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যাহা নিয়ত করিয়াছে, তাহাই হইবে।

কোরাণ;—

لنا اعمالنا و لكم اعمالكم *

'আমাদের আমল সমূহ আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল

তোমাদের জন্য।

কোরাণ;—

"এক বহনকারী (নফ্‌ছ) অন্য (নফ্‌ছের) গোনাহ বহন করিবে না।" উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যবহারের হিসাবে শব্দ সমূহের অর্থ গ্রহণ করা যাইবে।

গেয়াছ, ১৫৪ ও 'বোরাহা নেকাতে' ১/৩৬২ পৃষ্ঠা;—

"খোদা শব্দের অর্থ خود آینده নিজের সৃষ্টি প্রাপ্ত (পয়দাহোনে-ওয়ালা), ইহার আর অর্থ সাহেব ও মালেক। (খোদা শব্দের এক অর্থ যিনি নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ।"

প্রথম মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, খোদার সৃষ্ট পদার্থ হওয়া সাব্যস্ত হয় এবং তাঁহার অনাদি গুণ লোপ পায়; ইহা কাফেরি মর্ম্ম, অগ্নি উপাসকগণ এই অর্থ গ্রহণ করিত। হিন্দুরা এই অর্থেই খোদাকে স্বয়ম্ভু বলিয়া থাকেন, কিন্তু মুসলমানগণ যে অর্থ গ্রহণ করেন, ইহাতে মুসলমানগণের কোন দোষ হইতে পারে না।

আমাদের দেশে এরূপ অনেক শব্দ প্রচলিত আছে যাহার একটী অর্থ দুষিত আছে, কিন্তু লোকে উক্ত শব্দটি অন্য নির্দ্দোষ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ লিখিত হইতেছে,—

১। বাজ পক্ষী বিশেষ, কিন্তু উহার অন্য অর্থ পূজা যপনাদির সমাপক মন্ত্র, শ্রদ্ধান্ন ও মুনিবিশেষ আছে, প্রকৃতিবোধ অভিধান, ৭২৭ পৃষ্ঠা।

২। বুধ, দিবসের নাম, সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ, চন্দ্রপুত্র, প্রকৃঃ অঃ ৭৯২ পৃষ্ঠা।

৩। বৃহস্পতি, দিবসের নাম, দেবগুরু সুরাচার্য্য, প্রঃ অঃ ৭৯৮।

৪। শুক্র, দিবসের নাম, দেবগুরু, প্রঃ অঃ ১০১৪।

৫। রম্ভা, কলা, দেবী, বিশেষ, প্রঃ অঃ ৯৪২।

৬। মেঘ, মাসের নাম, দৈত্যবিশেষ, প্রঃ অঃ ৯১০ পৃষ্ঠা।

৭। মুণ্ড, মস্তক, রাহু গ্রহ, দৈত্যবিশেষ, প্রঃ অঃ ৯০২।

৮। মীমাংসা, নিষ্পত্তি, জৈমিনি মুনি প্রণীত দর্শন শাস্ত্র প্রঃ অঃ ৮৯৯।

৯। মাসিক, মাসের মাসে, প্রেত শ্রাদ্ধাবিশেষ, ৮৯৫।

১০। মাকাল, মহাকাল, বৃক্ষ, মৎস্যের দেবতা, ৮৮৫।

১১। মাতা, মা, মাহেশ্বরী, (দুর্গা ভগবতী) লক্ষ্মী, ৮৮৭।

১২। মায়া, মমতা, দুর্গা লক্ষ্মী, ৮৯১।

১৩। মন্দ, অপকৃষ্ট, শনিগ্রহ, ৮৬৭।

১৪। মানুষ, মনুষ্য, মনু (ব্রহ্মার পুত্র) হইতে উৎপন্ন ৮৬৫।

১৫। মন্ত্র, যাদু, বেদের অংশ বিশেষ, ৮৩৬।

১৬। মৎস্য, মাছ, বিষ্ণুর প্রথম অবতার, ৮৫৮।

১৭। পুরুষ, নর, জীবাত্মা, ব্রহ্মা, শিব, ঈশ্বর, ৬২৪।

১৮। পাট, বৃক্ষবিশেষ, বেদী (যজ্ঞাদির ভূমি) ৫৯৮।

১৯। একার, স্বরবর্ণ, বিষ্ণু, দুর্গা, ১৩৩।

২০। সাধ্য, নারায়ণ, দেবতা, সাধন যোগ্য ১০৯৩।

২১। শক্তি, ক্ষমতা, গোরী, লক্ষ্মী, ৯৮২।

২২। শৃগাল, শেয়াল, দৈত্যবিশেষ ও কৃষ্ণ, ১০২২।

২৩। শুক, টিয়াপাখী, ব্যাসমুনির পুত্র, রাবণের স্ত্রী, ১০১৪।

২৪। শিক্ষা, উপদেশ, বেদাঙ্গ, শাস্ত্র বিশেষ, ১০১২।

২৫। লোক, মুনষ্য, স্বর্গ, ৯৭৬।

২৬। লম্বা, দীর্ঘ, দক্ষ কন্যা বিশেষ, দুর্গা লক্ষ্মী, ৯৬৭।

২৭। লঙ্কা, কটুরসযুক্ত প্রসিদ্ধ ফলবিশেষ, রাবণপুরী, ৯৬৪।

২৮। রোহিত, মৎস্যবিশেষ, ইন্দ্রধনু ৯৬২।

২৯। লবণ, খার রস, কন্তীনসী রাক্ষসির পুত্র, ৯৬৬।

৩০। মৃগী, মুচ্ছাগত বায়ু, কশ্যপকন্যা, ৯০৮।

৩১। ভদ্র, উত্তম; সাধু রামের চর, বলদেব, মহাদেব, ৮২৭।

৩২। বেলা, সময়, বুধের পত্নী, ৮০২।

৩৩। ব্যাঘাত, আঘাত, যোগবিশেষ, ৮১৫।

৩৪। গঙ্গা, নদীবিশেষ, গঙ্গাদেবী, ২৪০।

৩৫। কচ্ছপ, কাছিম, বিষ্ণুর অবতার বিশেষ, সরল বাঙ্গালা অভিধান, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৩৬। কপি, বিষ্ণুকে বলা হয়, সরল বাঙ্গালা অভিধান, ২০১ পৃষ্ঠা।

মূল কথা, যদিও উক্ত শব্দগুলির দুষিত অর্থ আছে, তথাচ লোকে উক্ত শব্দগুলিকে সাধারণ নির্দোষ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে যদি উক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করা শয়তানি ওকালত হয়, তবে বঙ্গের প্রত্যেক নরনারী শয়তানের উকিল হইবেন। আর যদি উক্ত শব্দগুলির ব্যবহার করা জায়েজ হয়, তবে স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, আত্মা ইত্যাদি শব্দ কেন নির্দোষ অর্থে ব্যবহার করা জায়েজ হইবে না?

দ্বিতীয় বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে না, অভিধানে বাঙ্গালা বর্ণমালার অধিকাংশের দুষিত অর্থ লিখিত আছে, যথা—

১। অ, ইহার একার্থ বিষ্ণু, সরল বাঙ্গালা অভিধান, ১ পৃষ্ঠা।

২। আ, শিব, ব্রহ্মা, উক্ত অভিধান, ১০৬ পৃষ্ঠা।

৩। ই, কামদেব, বিষ্ণু ১৪৬

৪। ঈ, কন্দর্প, লক্ষ্মী, ১৫৩।

৫। উ, শিব, ১৫৭।

৬। ঊ, শিব, ১৮২।

৭। ঋ, স্বর্গ, দেবমাতা, অদিতি, ১৮৩।

৮। ঋৃ, শিব; দৈত্য, স্বর্গ, ১৮৬।

৯। ঌ, দেবমাতা, অদিতি, স্বর্গ, ১৮৬।

১০। ঔ, দেবনারী, ১৮৬।

১১। এ, বিষ্ণু ১৮৬

১২। ঐ, শিব, ১৯০।

১৩। ও; ব্রহ্মা, ১৯১।

১৪। ঔ, শূদ্র জাতির প্রণব (ঈশ্বরের গূঢ় নাম), ১৮৩/৫২১।

১৫। ক, বাসুদেব, কন্দর্প, মহাকালী ব্রহ্মা, প্রকৃতিবোধ অভিধান, ১৪২।

১৬। খ, দেবলোক, কামরূপী, ২২৯।

১৭। গ, ভোগবতী, গঙ্গা, গণেশ ২৩৯।

১৮। চ, দেবী, চতুর্ম্মুর্ত্তি, লক্ষ্মী, ২৯১।

১৯। জ, বিষ্ণু শিব, ৩৩২।

২০। ঝ, ইন্দ্র, দৈত্যপাত, বৃহস্পতি, ৩৬৪।

২১। ঠ, নারায়ণ, মহেশ, মহাদেব, ৩৭১।

২২। ড, নন্দি রূপিনী, শঙ্কর, ৩৭৩।

২৩। ঢ, ঈশ্বরী, ত্রিশিখী, ৩৭৬।

২৪। ণ, শিব, বিষ্ণু, নারায়ণ, ৩৭৮।

২৫। ত, নারায়ণ, ৩৭৮।

২৬। থ, কৃষ্ণ, ৪২৩।

২৭। দ, কৃষ্ণ, বামদেব, দুর্গা, ৪২৫।

২৮। ধ, অর্জ্জুন, কুবের; ৪৮৭/৪৮৮।

২৯। ব; শনি, সুরতি, (কামধনু), মুখবিষ্ণু, (বদসংজ্ঞা), ৬৯২।

৩০। ভ, বিশ্বমুর্ত্তি, ভীম, ৮২৩।

৩১। ম, কালী, মহাদেব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, ৮৫১।

৩২। র, কৃষ্ণ, ৯৩৩।

৩৩। ল, হরি, কৃষ্ণ, দেবী, দেবরাজ, শিব, ৯৬২।

৩৪। শ, কন্দর্প, মহাদেব, শিব, শাস্ত্র, ৯৮০।

৩৫। য, শিব, মহাদেব, বাসুদেব, ১০০৭।

৩৬। স, শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ১০৪০।

৩৭। হ, মহালক্ষ্মী, মহাদেব, বিষ্ণু, ১১৪৬।

মূলকথা, বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে ৩৮টী হিন্দুদের দেব দেবতা ইত্যাদি দুষিত অর্থ বুঝা যায়, ইহাতে শেরেক ও গোনাহ হইলে ভাষার প্রত্যেক শব্দ কাফেরি ও শেরেক হইয়া যাইবে, লেখক প্রবর বাঙ্গালা উহার কোন একটী শব্দ লিখিলে, শয়তানের উকিল হইবেন, আর যদি ইহাতে দোষ না হয়, তবে পাপ, পুণ্য, সাধু, ধর্ম্ম শাস্ত্র, জগৎ অবতীর্ণ দর্শন, নিরাকার, সৃষ্টিকর্ত্তা, মহাপুরুষ, আকাশ আত্মা; ভারতবর্ষ, সমাধিক্ষেত্র, গ্রন্থ, পবিত্র ইত্যাদি শব্দে কেন দোষ হইবে?

ইহাতেও যদি লেখকের চৈতন্য না হয়, তবে গোর ব্যতীত তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইবে না।

পাঠক, এক্ষণে আসুন, লেখকের প্রত্যেক কথার বিস্তারিত সমালোচনা করা হউক।

১। পাপ, অপরাধ, অধর্ম্ম, কলুষ, দুষ্কৃত, অনিষ্ট প্রঃ ৬০৫। ইহা অবিকল বদি, গোনাহ শব্দের মর্ম্মবাচক।

২। পুণ্য, সুকৃত (সৎকার্য্য), ধর্ম্ম শুভাদৃষ্ট (সৌভাগ্য), বৃষ, (ষাঁড়), পাবন (কাফফারা), পবিত্র (পাক) ৬২০। ইহা নেকি শব্দের ভাবান্তর মাত্র।

পাঠক, পাপ পুণ্য শব্দের এই অর্থ হইল, ইহাতে কোন প্রকার দুষিত অর্থ নাই। আরবিতে হাছানা, ছাইয়েরা বলে, ফার্সিতে নেকি বদি। উর্দ্দুতে ভালা বুরা বলা হয়।

ইসলাম নাজিল হওয়ার আগে পৌত্তলিক আরবেরা হাছানা,

ছাইয়েরা শব্দ ব্যবহার করিত, কিন্তু তাহারা যে বস্তুকে হাছানা বলিত, তাহা ইসলাম অনুযায়ী ছাইয়েয়া হইতে পারে, যথা তাহারা প্রতিমা পূজা হাছানা ধারণা করিত; কিন্তু ইসলামের উহা কাফেরী কার্য্য। আর তাহারা নামাজ ও কোরাণ পাঠকে ছাইয়েয়া ধারণা করিত; কিন্তু ইস্‌লামে উহা হাছানা।

এইরূপ পারশ্যবাসী অগ্নি উপাসকেরা যাহাকে নেকি বলিত; হয়ত ইস্‌লামে তাহা বদি, আর তাহারা যাহাকে বদি বলিত; হয়ত ইস্‌লামে তাহা নেকি।

হিন্দুস্তানি হিন্দুরা যাহাকে ভাল বলিয়া থাকে, হয়ত ইস্‌লামে তাহা বুরা, আর তাহারা যাহাকে বুরা বলে, ইস্‌লামে হয়ত তাহা ভালা।

এইরূপ বঙ্গবাসী হিন্দুরা যে বস্তুকে পুণ্য বলে, ইস্‌লামে তাহা পাপ হইতে পারে, আর তাহারা যাহাকে পাপ বলে, হয়ত ইস্‌লামে তাহা পুণ্য।

এক্ষণে যদি মুসলমানদিগকে নিজেদের ব্যবহৃত অর্থে হাছানা ছাইয়েয়া, নেকি, বদি, ভালা, বুরা শব্দগুলি ব্যবহার করা জায়েজ হয়, তবে তাহাদের নিজেদের ব্যবহৃত অর্থে পাপ পুণ্য শব্দ কেন বলা জায়েজ হইবে না?

৩। পবিত্র, নিষ্পাপ, নির্ম্মল (ছাফ) শুচি (পাকি), পরিশুদ্ধ (পরিষ্কৃত), পুতি (পাকি), পুণ্য। প্রঃ অঃ ৫৭৮।

উপরোক্ত অর্থগুলিতে কোন দোষ নাই। ইহা অবিকল আরবি তাইয়েব, তাহেব, ফার্সি পাক শব্দের ভাষান্তর মাত্র।

পৌত্তলিক আরবেরা যে বস্তুকে তাহের বলিত, ইস্‌লামে তাহা নাজাছ ও খবিছ হইতে পারে। আর তাহারা যে বস্তুকে নাজাছ খবিছ বলিত, তাহা ইস্‌লামে তাহের হইতে পারে।

হানাফিগণ মণি; গোবিষ্ঠা, শিশুর প্রস্রাব ও হালাল পশুর মুত্রকে নাজাছ (নাপাক) বলেন, কিন্তু এমাম বোখারি গোবিষ্ঠাকে

তাহের (পাক) বলেন, মজহাব বিদ্বেষগণ হালাল পশুর মূত্র ও শিশুর মূত্রকে তাহের বলিয়াছেন। অগ্নি উপাসক পারস্যবাসিরা পূজার দ্রব্যগুলিকে পাক ও মুসলমানের স্পর্শ করা বস্তুকে নাপাক বলিতেন।

আবার হিন্দুস্তানে হিন্দুরা পাক নাপাক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহারাত গোবিষ্ঠা, পূজার বস্তু, দেবালয়, গঙ্গাস্থান ও তীর্থস্থানকে পাক বলেন, আর মুসলমানের স্পর্শ করা পানিকে নাপাক বলিয়া থাকেন। মুসলমানেরা তদ্বিপরীতে হুকুম করেন।

মুসলমানেরা কোরাণ, মক্কা মদিনা ইত্যাদিকে পবিত্র, গোবিষ্ঠা, পূজার দ্রব্যকে অপবিত্র বলিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান, য়িহুদীরা গীর্জা ও বাইবেল পবিত্র বলেন, এইরূপ হিন্দুরা পূজার জিনিষকে পবিত্র বলিয়া থাকেন।

এক্ষণে যদি মুসলমানদিগকে নিজেদের ব্যবহৃত অর্থে তাহের নাজাছ, পাক, নাপাক, শব্দ বলা জায়েজ হয়, তবে কেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিজের ব্যবহৃত অর্থে পবিত্র অপবিত্র শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ হইবে না?

৪। মহাপুরুষ, ইহার অর্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই অর্থে কোন দোষ নাই। লেখক স্বয়ং মহান শব্দটী এই পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমানগণ আম্বিয়ার এজাম বলিয়া থাকেন, উহার অর্থ মহা নবিগণ। কোরাণ শরিফের সুরা নহলে পয়গম্বর গণকে رجال) পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মুসলমানগণ পয়গম্বরগণকে মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন, হিন্দুরা তাহাদের দেবতাগণকে মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন, যখন মুসলমানগণ পয়গম্বরগণকে মহাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করেন, তখন কি হিন্দুদের ন্যায় নারায়ণ ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করেন?

খৃষ্টানগণ হজরত ইসা (আঃ) কে খোদার অবতার বা অংশ অথবা ইউছোফ সূত্রধরের পুত্র বলিয়া থাকেন, আর মুসলমানগণ

তাঁহাকে পিতাবিহীন পয়গম্বর অথবা মনুষ্য সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করেন, এক্ষেত্রে, মুসলমানগণ কি হজরত ইসা (আঃ) এর নাম লইয়া পাপী হইবেন?

মুসলমানগণ কার্য্য উপলক্ষে বাবু কেশব সেন, রাজা রামমোহন রায় ইত্যাদির নাম লইয়া থাকেন, কিন্তু ইহারা তাহাদের উভয়কে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত মনুষ্য বিশেষ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা তাহাদের উভয়কে পয়গম্বর বলিয়া দাবি করিয়াছেন, এক্ষেত্রে মুসলমানগণ উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নাম লইলে কি পাপী হইবেন?

গ্রন্থ, ইহার অর্থ পুস্তক, প্রবন্ধ সন্দর্ভ, শাস্ত্র (কবিতা বা রচনা শাস্ত্র), এই অর্থে কোনই দোষ নাই।

আরবিতে কেতাব, ফার্সিতে নামা, উর্দ্দুতে বহি ও বঙ্গভাষায় পুস্তক ও গ্রন্থ বলা হয়।

প্রকৃতিবোধ অভিধানের ৬২১ পৃষ্ঠায়, পুথী শব্দের অর্থে গ্রন্থ, পুস্তক ও কেতাব অর্থ লিখিত আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, কেতাব ও গ্রন্থ এই শব্দের একই প্রকার অর্থ।

বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তককে গ্রন্থ বলে, ধর্ম্ম পুস্তককেও গ্রন্থ বলে, মুসলমানগণ কোরাণ হাদিসকেও গ্রন্থ বলেন, হিন্দুদের বেদকেও গ্রন্থ বলে। আরবেরা কোরাণ, হাদিস, তওরাত, ইঞ্জিল বা সর্ব্বপ্রকার পুস্তককে কেতাব বলেন। নহোমীর, ছরফমীরকে কেতাব বলা হয় হিন্দুস্তানের হিন্দুগণ বেদ, বাইবেলকে কেতাব বলিয়া থাকেন। কেতাব বলিলে লিখিত বিষয় বুঝা যায়, কেতাব কেবল ধর্ম্মপুস্তকের নাম নহে। এক্ষণে যদি গ্রন্থ বলা নাজায়েজ হয়, তবে কেতাব বলা নাজায়েজ হইবে?

৬। শাস্ত্র, ইহার মূল অর্থ বিদ্যা (ফন) ও গ্রন্থ (কেতাব)। শাস্ত্র যে কেবল হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থকে বলে, তাহা নহে, প্রত্যেক গ্রন্থকে

শাস্ত্র বলা হয়। হিন্দুরা নিজেদের বেদ পুরাণকে ও বাইবেল, কোরাণকে শাস্ত্র বলিয়া থাকেন। মানুষ বলিলে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সমস্ত সম্প্রদায় বুঝা যায়, তাই বলিয়া মানুষ শব্দ ব্যবহারে কি দোষ হইবে?

এইরূপ প্রত্যেক ফনকে শাস্ত্র বলে, ফেক্‌হ শাস্ত্র হাদিস শাস্ত্র, নহো শাস্ত্র, মন্তেক (ন্যায়) শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি শাস্ত্র, জ্বেন, দৈত্য মানুষ, প্রাণীকে মখলুক (সৃষ্ট বস্তু) বলা হয়, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহাদেব সবই মখলুক, এক্ষেত্রে মখলুক শব্দ ব্যবহার করিলে, কি দোষ হইবে?

৭। ধর্ম্ম, ইহার অর্থ ব্যবহার, রীতিসদনুষ্ঠান, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শাস্ত্র সম্মত আচার ব্যবস্থা। ইহা সাধারণ অর্থবোধক শব্দ, ইহার আরবি দীন, ফার্সি কেশ کیش উর্দ্দু ধরম। কোরাণে আছে;—

و من يبتغ غير الاسلام دينا *

" যে ব্যক্তি ইস্‌লাম ব্যতীত দীন চেষ্টা করে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, দীন সত্য ও অসত্য উভয় প্রকার হইতে পারে। তফসির কবিরের ২/৫১৩ পৃষ্ঠায় ও জালালাএনের ১৮ পৃষ্ঠায় বাতীল, সত্য ও মনসুখ সমস্ত প্রকার দীনকে দীন বলা হইয়াছে। এইরূপ সকল প্রকার ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা হয়, ইহাতে ধর্ম্ম ও দীনের একই অর্থবোধক হওয়া প্রমাণিত হইল। শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বলিলে যে, হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্ম বুঝা যাইবে এবং দীন বলিলে যে, ইস্‌লামি দীন বুঝা যাইবে, ইহা বাতীল ও শয়তানী ধারণা। লেখক নিজেই এই পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় ধর্ম্ম শব্দ লিখিয়া কি হইয়াছেন?

৮। সাধু, সৎ, সজ্জন, মহৎ, ধার্ম্মিক, আরবিতে ছালেহ ও ফার্সিতে নেক বলে। ইহার মর্ম্মে কোনই প্রকার দোষ নাই। সরল বাঙ্গালা অভিধানের ৮৩২ পৃষ্ঠায় আছেঃ যে সাধুর লক্ষণ এই,— যিনি সম্মানিত হইলেও হৃষ্ট হন না, অবমানিত হইয়াও ক্রোধ করেন না এবং ক্রুদ্ধ হইলেও রূঢ় বাক্য বলেন না, তিনি প্রকৃত সাধু।" ইহাতে বুঝা যায় যে, সাধু শব্দের ব্যবহারে কোন দোষ নাই।

৯। ভারত, উহার অর্থ ভরতপুত্র, ভারতবর্ষ এই দেশে ভরতপুত্র বাস করিতেন বলিয়া এই নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এখন এই শব্দে একটী দেশ ব্যতীত বুঝা যায় না।

লেখক ত বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, প্রকৃতিবোধ অভিধানের ৭২৬ পৃষ্ঠায় উহার অর্থ বঙ্গদেশে ও চন্দ্রবংশীয় বলি রাজের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। আরও লেখক নিজে উক্ত পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় ভারতীয় শব্দ লিখিয়াছেন। লেখক দেবীপুর, দুর্গাপুর, শীতাপুর, হরিপুর, রামচন্দ্রপুর, রামপুর, লক্ষ্মণপুর ইত্যাদি স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন, হিন্দুরা যে অর্থে উক্ত স্থানগুলির নাম রাখিয়াছিলেন, এখন আর তাহা বুঝা যায় না। যদি ভারতবর্ষ বলিলে, শয়তানের উকিল ও মোশরেক হইতে হয়, তবে লেখকও তাহাই হইবেন। হিন্দুস্তান বলিলে ত এখন হিন্দুদিগের স্থান বুঝা যায় না, তথায় বহু পীর ওলি বা মুসলমানগণের বাস, তাঁহারা কি হিন্দু হইবেন?

১০। আকাশ, উহার দুই অর্থ আছে, শূন্য (খালা), গগন (আসমান), ইহা অবিকল আরবি ছামা শব্দের অনুবাদ। তফসিরে বয়জবির ১ম খণ্ডে (১০৯ পৃষ্ঠায়) আরবি سماء ছামা শব্দের অর্থ মস্তকের উপরিস্থ বস্তু এবং আসমান লিখিত আছে।

কোরাণ;—

و انزل من السماء ماء

"এবং আল্লাহতায়ালা ছামা (আকাশ) হইতে পানি নাজিল করিয়াছেন। এস্থলে ছামার মর্ম্ম ৫ শত বৎসরের উপরিস্থ আসমান নহে। বরং ছামার মর্ম্ম শূন্য মার্গ। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আরবি ছামা ও বাঙ্গালা আকাশ একই মর্ম্ম বাচক।

বোরহানেকাতে, ৩৫ পৃষ্ঠা;—

আসমান ফার্সি শব্দ, আছ ও মান এই দুই শব্দ হইতে উৎপন্ন

হইয়াছে, আছ শব্দের অর্থ চক্কি পাথর এবং মান শব্দের অর্থ তুল্য, অর্থাৎ চক্কি পাথরের তুল্য, পারশ্যবাসীরা আসমানকে ঘুর্ণিয়মান হওয়ার ধারণা করিত, এই হেতু এই নামে অভিহিত করিত। মালাকোল মওত ও প্রত্যেক মাসের ২৭শে তারিখকে আসমান বলে, কোরাণ শরিফে চন্দ্র, সূর্য্যের গতিশীল হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু আকাশের (ছামার) গতিশীল হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় নাই, ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, আরবি ছামার প্রতিশব্দ আসমান নহে, ছামার অনুবাদ আসমান না করিয়া আকাশ করাই সঙ্গত। লেখক যে আসমানকে মুসলমানি আকায়েদের কালাম বলিলেন, কিন্তু উক্ত শব্দ অগ্নি উপাসকদের কালাম হইতে গৃহীত হইয়াছে, এক্ষেত্রে তিনি আসমান শব্দ বলিয়া শয়তানের নাজির হইবেন কিনা?

১১। জগৎ, অভিধানে ইহার মর্ম্ম পৃথিবী বলিয়া লিখিত আছে, ইহাকে আরবিতে দুনইয়া পার্সিতে জাহান এবং উর্দ্দুতে জগ جگ জগৎ جگت বলে। হিন্দুস্তানি হিন্দুরা দুনইয়া শব্দেও ব্যবহার করিয়া থাকেন। হিন্দুস্তানি মুসলমানেরা জগ ও জগৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মুসলমানদের বিশ্বাস যে, দুনইয়া জাহান ও জগৎ একই বস্তু আল্লাহতায়ালা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

মূলকথা, জগৎ দুনইয়াকে বলে, এই শব্দের মর্ম্ম দুষিত নহে। যদিও হিন্দুরা দেবতাবিশেষকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা স্থির করেন, তবু উক্ত মতটা দুষিত, কিন্তু জগৎ শব্দের ব্যবহারে কি দোষ হইবে? হিন্দুরা, মনুষ্য, জ্বেন, দৈত্য, পশু ও পক্ষীর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে স্থির করিয়াছেন, এক্ষেত্রে লেখক নিজের দাবি অনুসারে উক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া খান্নাছের মোখ্তার হইবেন কিনা?

লেখক এই পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় সংসার শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সরল বাঙ্গালা অভিধানের ৭৯৮ পৃষ্ঠায় সংসার (জগৎ) ব্যবহার করিয়া আজাজিলের ভক্ত হইলেন কিনা?

১২। দর্শন, ইহার অর্থ দেখা ও জ্ঞান শাস্ত্র, বেদান্ত শাস্ত্রকে

দর্শন বলা হইয়া থাকে।

মছিহ্ হজরত ইসা (আঃ) কে বলা হয় এবং দাজ্জালকে মছিহ বলা হয়। যে সময় হজরত ইসা (আঃ) এর উপলক্ষে উক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন উহাতে দাজ্জাল বুঝা যায় না।

মুসলমানগণ বিজ্ঞান শাস্ত্র বা দেখা অর্থে দর্শন শব্দ ব্যবহার করিলে, উক্ত শব্দে বেদান্ত শাস্ত্র বুঝা যাইবে না। যদি দর্শন শব্দকে দেখা অর্থে ব্যবহার করিলেও শয়তানের উকিল হইতে হয়, তবে মছিহ্ শব্দকে হজরত ইসা (আঃ) এর অর্থে ব্যবহার করিয়াও লেখক আজাজিলের ভ্রাতা হইবেন কিনা?

১৩। নিরাকার যাহার আকার নাই, এই শব্দ খোদাতায়ালার উপর প্রযোজ্য; মুসলমানগণকে খোদাতায়ালার নিরাকার হওয়ার ধারণা করা ওয়াজেব, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খোদাতায়ালাকে নিরাকার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যদি হিন্দুরা স্থলবিশেষে কোন দেবতাবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিরাকার শব্দ ব্যবহার করেন, তাহাতে মুসলমানদের এই শব্দ ব্যবহারে কি দোষ হইবে?

কোরাণ সুরা মায়েদাতে আছে;

قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم *

"খৃষ্টানরা বলিয়াছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ, স্বয়ং মছিহ্ বেনে মরইয়াম।"

হিন্দুরা নিরাকার শব্দের কোন দুষিত মর্ম্ম গ্রহণ করায় যদি মুসলমানদিগকে শয়তানের উকিল হইতে হয়, তবে খৃষ্টানদিগের আল্লাহ শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা করায় লেখক নিজের দাবি অনুসারে আল্লাহ শব্দ মুখে লইয়া দৈত্য দানবের উজির সাজিবেন কিনা?

১৪। সৃষ্টিকর্ত্তা, উহার অর্থ নির্ম্মাতা, আরবিতে উহাকে খালেক, ফার্সিতে আফারিনেন্দাহ এবং উর্দ্দুতে পয়দাকরনেওয়ালা বলেন, হিন্দুরা

ব্রহ্মাকে মালেক ও পয়দাকরনেওয়ালা বলেন। পারশিকরা শয়তানকে বদির মালেক ও পয়দাকরনেওয়ালা বলেন।

হিন্দুরা ব্রহ্মাকে জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা বলায় যদি মুসলমানগণের পক্ষে উক্ত শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ না হয়, তবে খালেক ও পয়দাকরনেওয়ালা শব্দ ব্যবহার করাও জায়েজ হইবে না, যেহেতু উক্ত শব্দগুলির একই প্রকার অর্থ।

খোদা শব্দের এক অর্থ নিজে পয়দাহোনেওলা, অন্য অর্থ যিনি নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ। অগ্নি উপাসকেরা প্রথম দুষিত অর্থ গ্রহণ করিলেও মুসলমানেরা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেন, ইহাতে মুসমলানগণ দায়ি হইবেন কেন?

১৫। সমাধি শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও যখন সমাধিক্ষেত্র বলা হয়, তখন গোরস্তান ব্যতীত অন্য কোন অর্থ হয় না।

লেখক ত মা শব্দ বলিয়া থাকেন, উহার এক অর্থ লক্ষ্মী, ইহাতে কোন দোষ হইবে কিনা?

১৬। স্বর্গ, নিরবিচ্ছিন্ন সুখ, দেবগণের স্থান।

হিন্দুরা ফেরেশ্‌তা নবি ও সাধু লোকদিগকে দেব বলিয়া থাকেন, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন কোরাণ শরিফের বঙ্গানুবাদে অনেক স্থলে ফেরেশ্‌তা, নবি ও সাধুদিগের অনুবাদে দেব বলিয়া উল্লেখ করেন।

১৭। নরক, পাপীদের দুঃখ ভোগের স্থান।

আরবিতে জান্নাত ও নার, ফার্সিতে বেহেশ্‌ত, দোজখ, উর্দ্দুতে سرگ সরগ, نرک নরক বলে।

হিন্দুদের মধ্যে স্বর্গ, নরকের ব্যাখ্যায় মতভেদ দেখা যায়, একদল বলেন, যে, স্বর্গ নরক মনুষ্যের সৎ অসৎ কার্য্যের ফলাফল প্রাপ্তির স্থান। আর একদল বাহ্য স্বর্গ নরকের কথা স্বীকার করেন

না। একদল পৃথিবীকে স্বর্গ নরক বলিয়া থাকেন।

মুলে হজরত নুহ (আঃ) এর বংশধরগণ খোদা কর্তৃক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যে অর্থে স্বর্গ নরক ব্যবহার করিতেন, হিন্দুরা ঠিক সেই অর্থে ব্যবহার করেন না, এইরূপ পারশিকেরা ঠিক সেই অর্থে বেহেশ্‌ত, দোজখ স্বীকার করিতেন না, এই হিসাবে মুসলমানগণ হিন্দু ও পারশিকদের ব্যবহৃত অর্থের হিসাবে জান্নাত ও নারের অনুবাদে স্বর্গ, নরক, বেহেশ্‌ত, দোজখ লিখিতে পারেন না। অবশ্য যদি মুসলমানগণ নিজেদের ব্যবহারে বেহেশ্‌ত, দোজখ, স্বর্গ, নরক বলিয়া নিজেদের আকিদা অনুসারে জান্নাত ও নার অর্থ গ্রহণ করেন, তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু স্বর্গ, নরক শব্দদ্বয় মুসলমানগণের ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১৮। অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ উত্তীর্ণ হওয়া। উচ্চ স্থান হইতে নীচে আসাকে অবর্তীণ হওয়া বলে, আরবিতে নজুল, উর্দ্দুতে ও তারনা বলে। ফেরেশ্‌তা, জ্বেন, দৈত্য, মুনষ্য, কোরাণ সমস্ত স্থলে অবতীর্ণ হওয়া শব্দ ব্যবহার হইতে পারে।

এক্ষেত্রে অবতীর্ণ শব্দ ব্যবহার করিলে, কি দোষ হইবে? জ্বেন, দৈত্যে, পক্ষী, ফেরেশ্‌তারা উড়িয়া থাকেন, এক্ষেত্রে মুসমলানগণের পক্ষে উড়িয়া থাকা শব্দে ব্যবহার করিলে, দোষ হইবে কি?

১৯। লক্ষ্মী শব্দ মুসলমানেরা ব্যবহার করেন না, কেবল কোন কোন স্থানে বৃহস্পতিবারকে লক্ষ্মীবার বলা হয়, ইহাতে একটী দিবস বুঝা যায়, ইহাতে কি শয়তানের উকিল হইতে হইবে?

২০। আত্মা, ইহার বহু অর্থ আছে, জীব (প্রাণ), দেহ, স্বয়ং আপনি, হৃদয়, মনঃস্বভাব, ইত্যাদি এইরূপ অর্থে কোন দোষ নাই। ইহার এক অর্থ ব্রহ্ম আছে। আত্মীয় শব্দ এই আত্মা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ বন্ধুজন। জীবাত্মা অবিকল রূহে হায়ওয়ানির অনুবাদ। আরবিত রুহ শব্দের বহু অর্থ আছে, প্রাণ ও ফেরেশ্‌তা বিশেষকে বলা হয়। রুহোল কুদছ ফেরেশ্‌তা জিবরাইলের

নাম। রুহ শব্দের অর্থ খোদার হুকুম হইতে পারে। রুহোল্লাহ হজরত ইসা (আঃ) কে বলা হয়। রুহ শব্দ বহু অর্থবাচক হওয়া সত্ত্বেও উহাকে প্রাণ অর্থে ব্যবহার করা জায়েজ হইলে, প্রাণ অর্থে আত্মা শব্দ ব্যবহার করা কেন জায়েজ হইবে না?

হিন্দুরা আত্মা বলিয়া ব্রহ্ম অর্থ লইয়া থাকেন, ব্রহ্মের অর্থ জগৎ কর্ত্তা (খোদাতায়ালা) হইলে, মুসলমানগণ উক্ত খোদাতায়ালা অর্থে আত্মা শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন না, যেহেতু আত্মা সৃষ্ট পদার্থ, খোদাতায়ালা অনাদি, তাঁহার উপর উক্ত শব্দ প্রয়োগ করা একেবারে নাজায়েজ।

পরমাত্মার দুই প্রকার অর্থ আছে, প্রথম পরব্রহ্ম ও পরমেশ্বর, যদি পরব্রহ্ম ও পরমেশ্বরের অর্থ জগৎকর্ত্তা খোদাতায়ালা হয়, তবে তাঁহার উপর পরমাত্মা শব্দ প্রয়োগ করা মুসলমানগণের আকিদা মতে নাজায়েজ। আর পরমাত্মার দ্বিতীয় অর্থ রুহে রাব্বানি, মুসলমানগণ রুহে রাব্বানি বলিয়া মানবের প্রধান রুহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এই অর্থে পরমাত্মা শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তবে বন্ধনীর মধ্যে রুহে রাব্বানি লেকা উচিত। ব্রহ্মাণ্ড শব্দের ধাতুগত অর্থ ব্রহ্মার অণ্ড, হিন্দুদের ধারণা এই যে, ব্রহ্মা নামক দেবতা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলে, কিন্তু মুসলমানগণ খোদা-তায়ালাকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা জানেন, এই হেতু ব্রহ্মাণ্ড শব্দ উক্ত অর্থে ব্যবহার করা জায়েজ নহে। কিন্তু সাধারণতঃ উক্ত অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল পৃথিবী উদ্দেশ্য করিয়া উক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়; পক্ষান্তরে পৃথিবী, জগৎ ইত্যাদি শব্দে উক্ত প্রকার দূষিত অর্থ বুঝা যায় না, কাজেই শেষোক্ত দুইটী শব্দে কোন দোষ দেখা যায় না।

২১। অপ্সরা, অপ্সরী শব্দদ্বয় বেহেশ্‌তের হুর স্থলে ব্যবহার করা জায়েজ নহে, যেহেতু অভিধানে উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ স্বর্গ বেশ্যা বলিয়া লিখিত আছে, বেহেশ্‌তের হুরগণ বেশ্যা নহেন, এইরূপ ধারণা

করিলে গোনাহগার হইতে হইবে। কোরাণ শরিফে আছে যে, হুরগণ নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।

২২। দেব শব্দ দিব্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ দীপ্তিমান বা ক্রীড়াশীল। হিন্দুরা ফেরেশ্‌তা ও পয়গম্বরগণকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত শব্দ ব্যবহার করেন। অভিধানে দেব শব্দের একার্থ ঈশ্বর বলিয়া লিখিত আছে, যদি এস্থলে ঈশ্বর শব্দের অর্থ খোদাতায়ালা হয়, তবে ইহা খোদার উপর প্রযোজ্য নহে, কেননা খোদাতায়লাকে দীপ্তিমান বা ক্রীড়শীল বলা যে কতদূর দূষিত কার্য্য তাহা কোন মুসলমানেনের অজ্ঞাত নহে।

২৩। অবতার শব্দের অর্থ দেবতার মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে আবির্ভাব।

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, খোদাতায়ালা কোন বস্তুতে মিলিত হইতে পারেন না, কোন রূপে আবির্ভূত হইতে পারেন না, এইরূপ কোন জ্বেন, দৈত্যে, ফেরেশ্‌তা, মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না, অথবা কোন পয়গম্বর ও পীর দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। কাজেই অবতার হওয়া একেবারে অমূলক। যদি কোন মুসলমান হিন্দুদের দেবতাগণকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে, তবে কাফের হইবে।

২৪। নন্দনকাননের অর্থ ইন্দ্রের উদ্যান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, মুসলমানগণ উহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন না।

লেখক ২২ পৃষ্ঠায় একখানা অভিধানের নাম 'বাঙ্গালা সরল অভিধান' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত নামের কোন অভিধান নাই, যদি তিনি ঐ নামের অভিধান দেখাইতে না পারেন, তবে তিনি ধোকাবাজ হইলেন কিনা? অবশ্য সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান আছে।

লেখক অভিধানেনের অর্থ লিখিতে গিয়া কয়েক স্থলে জাল করিয়াছেন।

তিনি অবতীর্ণ শব্দের অর্থে ভূমণ্ডলে দেবগণের আবির্ভূত হওয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু উক্ত অভিধানে 'দেবগণের' শব্দ নাই। আরও তিনি পরমাত্মা শব্দের অর্থে মহাত্মা শব্দ লিখিয়াছেন, ইহাও উক্ত অভিধানে নাই।

আরও তিনি পবিত্র শব্দের অর্থে গোবর, তীর্থস্থান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, ইহা উক্ত অভিধানে নাই।

তিনি সাধু শব্দের অর্থ মহাত্মা লিখিয়াছেন, ইহা উক্ত অভিধানে নাই। তিনি গ্রন্থ শব্দের অর্থ মন্ত্র বেদবাক্য যাহাতে আছে' লিখিয়াছেন ইহাও জাল।

২৫। মহাত্মা, ইহার অর্থ সরল বাঙ্গালা অভিধানে ৬০২ পৃষ্ঠায় উহার, মহামনঃ মহোন্নত স্বভাব, বদান্য, মহাশয় লিখিত আছে।

২৬। মহাশয়, ইহার অর্থ সরল বাঙ্গালা অভিধানে ৬০৫ পৃষ্ঠায় মহাত্মা, উদারচিত্ত, মহামনঃ মহানুভব লিখিত আছে, ইহাতে মহাত্মা ও মহাশয় বলিতে উপদেশ দিয়াছেন, তবে কোন হিন্দুকে মহাত্মা বলা জায়েজ হইবে কিনা, ইহাই জিজ্ঞাস্য। মহাত্মা শব্দের অর্থের হিসাবে কোন ধার্ম্মিক মুসলমানকে উক্ত শব্দ বলা কেন জায়েজ হইবে না?

কোরাণ সুরা বাকার,

ان الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح عليه ان يطوف بهما *

"নিশ্চয় ছাফা ওমরওয়াহ্ খোদাতায়লার এবাদত স্থান, এই জন্য তাহার (হজ্জকারীর) পক্ষে উক্ত পর্ব্বতদ্বয় তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করাতে কোন দোষ নাই।"

ছাফা ওমারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ে দৌড়ন হজরত এবরাহিম (আঃ) এর সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সময়ে কাফেরারা উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ে প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা ও তাওয়াফ

করিতে থাকে। ইস্‌লামের জামানায় মুসলমানগণ উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ে দৌড়িবার আদেশ প্রাপ্ত হইলে, তথায় প্রতিমা পূজা হইত, এই ধারণায় তাহারা দৌড়ান কার্য্যকে নাপসন্দ করিলেন, তখন উক্ত আয়ত নাজিল হয়। সেই সময় মুসলমানেরা প্রতিমা চুর্ণ করিয়া ফেলিয়া তাওয়াফ আরম্ভ করেন। তফসির কবির, ২/৪৬ মায়ালেম, ১/১১১ ও খাজেন, ১/১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, যে কার্য্যটী মূলে জায়েজ, উহাতে কোন দুষিত মত সংযোগ হইলেও উক্ত দুষিত মতটী ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু মূল কার্য্যটী নাজায়েজ হইতে পারে না।

এইরূপ খোদাতায়ালা হজরত নুহ (আঃ) এর বংশধরগণকে আরবি ফার্সি, ইংরাজি, তুর্কি হিব্রু, সুরিয়, বাঙ্গালা ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তৎপরে ইহুদী, খ্রীষ্টান, পারসিক, হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায় একটী ভাষা খাস করিয়া লইলে বা কতক শব্দে অন্যায় মত যোগ দিলে, উহা মুসলমানগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতে পারে না, অবশ্য তাহারা যে দুষিত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা বাদ দিয়া নির্দ্দোষ অর্থে ব্যবহার করিলে, কি দোষ হইবে?

রদ্দোল-মোহাতার, ৩/৪৭৫ পৃষ্ঠা;—

কেহ কেহ বলেন, شيء لله 'শায়ওন লিল্লাহ' শব্দ বলিলে, কাফের হইবে, কিন্তু উহাতে কাফের না হওয়া সমধিক যুক্তি যুক্ত, যেহেতু উহাতে অন্য নির্দ্দোষ অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। শামি প্রণেতা বলেন, এইরূপ শব্দ না বলা উত্তম কিম্বা ওয়াজেব।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন;—

لكن هذا ان كان لايدري ما يقول اما ان قصد المعني الصحيح فالظاهر انه لا بأس به *

"যদি সে ব্যক্তি উক্ত শব্দের অর্থ নাজানে, তবে উক্ত শব্দ

না বলা উত্তম কিম্বা ওয়াজেব হইবে, আর যদি উহার সহিহ্ (নির্দ্দোষ) অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিয়া থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না, ইহাই স্পষ্ট মত (ফৎওয়া গ্রহ্য মত।)"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, যদি একটি শব্দের দুষিত ও নির্দ্দোষ এই দুই প্রকার অর্থ থাকে আর শব্দ উচ্চারণকারী উহা নির্দ্দোষ অর্থে উচ্চারণ করে, তবে কোন দোষ হইবে না।

—ঃ শেষ ধোকা ঃ—

২৯ পৃষ্ঠা;— আমি ত এই বাংলায় থাকি, পীরও আমার বাংলায়, যখন দশ লতিফা খুলিয়াছে, তখন আল্লা আল্লা বলিতে দেখিয়াছি।...

—ঃ উত্তর ঃ—

লেখক হাওয়াকে আল্লা আল্লা জেক্‌র করিতে দেখিয়াছেন না শুনিয়াছেন? ইহা প্রকৃত শয়তানি জেক্‌র, যেহেতু আল্লা খোদার নাম নহে, আল্লাহ্ খোদার নাম। আমরা ত আল্লাহ্ আল্লাহ্ প্রকৃত জেক্‌র শুনিয়াছি।

লেখক রহমান রহিম এই নামদ্বয়ের জেক্‌র শুনিয়াছেন কি? যদি না শুনিয়া থাকেন, তবে বিছমিল্লাহ্ পাঠ কালে উক্ত নামদ্বয় মুকে আনেন কেন? জেক্‌র কালে যে নাম শুনানো যায়, উহা যে উচ্চারণ করা জায়েজ নহে, এইরূপ শয়তানি মত পাইলেন কোথায়?

—ঃ বেদাতি ফকিরের পীরের ফৎওয়া ঃ—

লেখক যে পীরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নাম জানাব হজরত মাওলানা শাহ্ সুফি গোলাম সালমানি সাহেব। মহেশপুর, বগুড়া নিবাসী মৌঃ আনিছ উদ্দিন আহ্মদ তাঁহার

একজন ভক্ত মুরিদ আনিছুল আসেকীন নামে একখণ্ড তরিকত সংক্রান্ত কেতাব লিখিয়াছেন, তিনি উক্ত কেতাবের ১৭৬ পৃষ্ঠা অবধি উক্ত মাওলানা সাহেবকে দেখাইয়া সহিহ্ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি উক্ত কেতাবের ১ম পৃষ্ঠায় আল্লাহ্ তায়ালাকে নিরাকার ও ১৩ পৃষ্ঠায় আল্লাহতায়ালার অনুবাদ খোদাতায়ালা লিখিয়াছেন। আরও ৫৬/১১২ পৃষ্ঠায় সাহাবাকে মহাত্মা ও পবিত্রাত্মা, ৬৮ পৃষ্ঠায় বেহেশ্‌ত বাসিদিগকে পুণ্যাত্মা, ৮৯ পৃষ্ঠায় পয়গম্বরকে তত্ত্ববাহক, ৬০/ ১০১ /১৪৩/১৪৬/১৫০ পৃষ্ঠায় কোরাণ, পয়গম্বর, মক্কা মদিনা ও আল্লাহতায়ালাকে পবিত্র লিখিয়াছেন। আরও তিনি ১৩ পৃষ্ঠায় পবিত্র, অপবিত্র, ১৪ পৃষ্ঠায় পাপী, পুণ্যাত্মা, ১৭ পৃষ্ঠায় আরাধনা; ১৮ পৃষ্ঠায় পৃথিবী, ৪১ পৃষ্ঠায় পরমায়ু, ৫২ পৃষ্ঠায় উপাসনা, ৫৮ পৃষ্ঠায় (হালাল হারাম স্থলে) বৈধ অবৈধ, ৬৭ পৃষ্ঠায় (নাজাত স্থলে) পরিত্রাণ, ৭৫ পৃষ্ঠায় আত্মা, ১০১ পৃষ্ঠায় তীর্থস্থান, ১১৫ পৃষ্ঠায় মুসলমান ধর্ম্ম, ১২৩ পৃষ্ঠায় (দাদা স্থলে) পিতামহ, ১২৬ পৃষ্ঠায় পরলোক, ১৫১ পৃষ্ঠায় অবতীর্ণ, ১৬৪ পৃষ্ঠায় (নেকী বদি স্থলে) সৎ, অসৎ, ১৭৪ পৃষ্ঠায় স্বর্গাদেশ লিখিয়াছেন। লেখকের পীর হজরত মাওলানা সাহেব উক্ত কথাগুলি দেখিয়া সমর্থন করিয়াছেন, এক্ষণে ধোকাবাজ ফকিরের মতে উক্ত পীর সাহেব শয়তানের উকীল হইবেন কি? (নাউজোবিল্লাহে মেনহো)। আরও মোজাদ্দেদে জামান হাদিয়ে দাওরান জনাব হজরত মাওলানা শাহ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীকি সাহেব বর্ত্তমানকালের বহু লেখকের পুস্তক সমূহ আগা গোড়া দেখিয়া শুনিয়া অনুমোদন করিয়া লোককে উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, সেই সমস্ত পুস্তকের আদ্যান্ত ঐ সমস্ত শব্দে পরিপূর্ণ যাহা ব্যবহার করিলে পরম শ্রদ্ধাভাজন শাহ্ সাহেবের মতে শয়তানের উকিল হইতে হয়; এক্ষণে শাহ সাহেব স্বীয় উদ্‌ভট মতে উক্ত মহামান্য হজরত সাহেবকে কি বলিতে বাসনা করেন? আমরা কিন্তু উক্ত জনাব হজরতদ্বয়ের মতকে সর্ব্বান্তকরণে মান্য করিয়া বেদাতি লেককের বাতীল মতগুলি

পায়খানায় নিক্ষেপ করি।

বেদাতি লেখক পীর মানে না, কেতাব কোরাণ মানে না, কেবল শয়তান ও নফ্ছের অনুসরণ করিতে বেশ পটু।

—ঃ তাশাব্বোহ্ ঃ—

পাঠক, এক্ষণে আসুন জগৎ, পবিত্র, সাধু, মহাত্মা, ধর্ম্ম ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিলে, হিন্দুদের সহিত তাশাব্বোহ্ করা হয় কিনা, ইহার অনুসন্ধান করা যাউক,।

মেরকাত্, ৪/৪৩১ পৃষ্ঠা;—

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন দলের অনুসরণ করে, সে তাহাদের দলভুক্ত হইবে।"

যে ব্যক্তি পোষাক ইত্যাদিতে নিজেকে কাফেরদের কিম্বা ফাছেক ফাজেরদের অথবা সুফি ও নেককারদিগের ভাবাপন্ন করিয়া দেখায়, সে ব্যক্তি গোনাহ ও নেকিতে তাহাদের তুল্য হইবে।

(শাফেয়ি মজহাবাবলম্বী) তিনি বলিয়াছেন, ইহা রূপ, পোষাক পরিচ্ছদে খাটিবে, কিন্তু 'তাসাব্বোহ' বলিলে, সাধারণতঃ পোষাক বুঝা যায়, এইজন্য এই হাদিসটী পোষাকের অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

(হানাফি) মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, তাশাব্বোহ্ কেবল পোষাক পরিচ্ছদে হইবে, অন্য বিষয়ে তাশাব্বোহ্ হইবে না; কেননা রূপ ও আকৃতিতে তাশাব্বোহ্ হওয়া সম্ভব নহে, স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে তাশাব্বোহ হয় না, বরং তাখাল্লোক বলা হয়।"

মূল কথা, মোল্লা আলি কারির মতে এই হাদিসে কেবল কাফের ও ফাছেকদের খাস পোষাক ব্যবহারে নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ সাব্যস্ত হয়। ইহা উক্ত শব্দের আসল মর্ম্মের হিসাবে বলা হইয়াছে।

আশেয়াতোল্লাময়াত, ৩/৫৮৫ পৃষ্ঠা;—

"যে ব্যক্তি নিজেকে অন্য জাতির ভাবাপন্ন করে, সেই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে গণ্য হইবে। তাশাব্বোহ অনেক ক্ষেত্রে স্বভাব, কার্য্যকলাপ ও পোষাকে, নেককারদিগের সহিত হইতেও পারে এবং বদকারিদিগের সহিত হইতেও পারে। যদি স্বভাব ও কার্য্যকলাপে তাশাব্বোহ হয়, তবে জাহেরি ও বাতেনি উভয় প্রকারে উহার হুকুম জারি হইবে। আর যদি পোষাকে তাশাব্বোহ হয়, তবে কেবল জাহেরা উহার হুকুম জারি হইবে। সাধারণতঃ আরবদিগের ব্যবহারে (ওরফে) কেবল পোষাকে তাশাব্বোহ বলা হইয়া থাকে। এই জন্য এই হাদিসটী পোসাকের অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, শব্দের মূল অর্থের হিসাবে কেবল পোষাকে তাশাব্বোহ বলা হয়, কিন্তু উহার গৌণ অর্থের হিসাবে রীতিনীতি কার্য্যকলাপেও তাশাব্বোহ হইবে। পক্ষান্তরে উক্ত বিদ্বান্‌দ্বয়ের কথায় বুঝা যায় যে, ভাষা ব্যবহারে তাশাব্বোহ হইতে পারে না।

ফাতাওয়ায়-আজিজি, ১/১০৪ পৃষ্ঠা;—

ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষাতেও তাশাব্বোহ হইতে পারে।

পাঠক, মনে মনে রাখিবেন, যে বিষয়টী কাফেরদের খাস কার্য্য, আর উক্ত বিষয়টী মূলে দূষিত, আরও তাশাব্বোহ করার ধারণা করা হয়, তবে উহা নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ হইবে। যদি উহা কাফেরদের খাস কার্য্য না হয, কিম্বা খাস কার্য্য হয়, কিন্তু মূলে উক্ত বিষয়টী দুষিত না হয়, কিম্বা খাস কার্য্য হয়, কিন্তু তাশাব্বোহ করার ধারণা না থাকে, তবে উক্ত রূপ কার্য্যে নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ হইবে না।

মেশকাত ৩৭৪ পৃষ্ঠা;—

"রসুলোল্লাহ (সাঃ) একটী জোব্বা ব্যবহার করিতেন, উহা কেছরাওয়ানিয়া নামে অভিহিত হইত।"

মোল্লা আলি কারী বলিয়াছেন যে, উহা আজমের পোষাক

ছিল। কাল ও গোলাকার ছিল এবং উহার তানা পড়িয়ান লোমের ছিল।

পাঠক, ইহা কাফেরদের নির্ম্মিত পোষাক, কিন্তু তাহাদের খাস পোষাক ছিল না, মুসলমানেরাও উহা ব্যবহার করিতেন।

মেশকাত, ৩৭৮ পৃষ্ঠা;—

"হজরত নবি (আঃ) কেছরা, কয়ছর ও নাজাশির নিকট পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহাতে লোকে বলিলেন, নিশ্চয় তাহারা শীল ব্যতীত কোন পত্র গ্রহণ করেন না, তখন রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) একটী রৌপ্যের শীলযুক্ত আঙ্গুটী প্রস্তুত করিলেন, উহাতে মোহাম্মদ রসুলোল্লাহ নামের নক্শা ছিল।

পাঠক, পত্রে শীল মোহর করা অগ্নি উপাসক ও খ্রীষ্টান রাজাদের রীতি ছিল, কিন্তু উহা কোন দুষিত কার্য্য ছিল না, এই জন্য হজরত তাহাদের রীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মেশকাত, ৩৮০ পৃষ্ঠা;—

"আহলে কেতাব নিজেদের কেশ ছাড়িয়া রাখিয়া দিতেন, মোশরেকগণ শিথী কাটিতেন, তৎপরে তিনি শিথী কাটিতেন।"

উক্ত হাদিসে প্রমাণিত হইল যে, হজরত প্রথমে আহলে কেতাবদের রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎপরে মোশরেকদের রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। উক্ত রীতিগুলি দুষিত কার্য্য ছিল না বলিয়া হজরত উক্ত রীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মোল্লা আলী কারি 'ফেক্হে-আকবরে'র টীকার ২২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"আমাদিগের পক্ষে কাফেরদিগের ও বেদাতিদিগের খাস চিহ্ন স্বরূপ বিষয়ে তাশাব্বোহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, মোবাহ্ বেদাতে (তাহাদের তাশাব্বোহ্) নিষিদ্ধ হয় নাই, উক্ত মোবাহ বেদাত সুন্নি সম্প্রদায়ের

কার্য্য হউক, আর কাফেরদের কার্য্য হউক কিম্বা বেদাতির কার্য্য হউক, মূল কথা খাস চিহ্ন স্বরূপ বিষয়ে তাশাব্বোহ্ নিষিদ্ধ হইবে।

দোর্রোল-মোখতার, ৪৮ পৃষ্ঠা;—

"(এমাম) আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ এই কার্য্যটী আহলে কেতাবদের সহিত তাশাব্বোহ হওয়ার জন্য মকরুহ্ বলিয়াছেন, অর্থাৎ যদি সেই ব্যক্তি তাশাব্বোহ করার নিয়ত করিয়া থাকে, কেননা প্রত্যেক কার্য্যে তাহাদের তাশাব্বোহ্ মকরুহ্ নহে, বরং দুষিত বিষয়ে এবং যে বিষয়ে তাশাব্বোহ করার নিয়ত করা হয়, ত াহাতেই তাশাব্বোহ মকরুহ্ হইবে।"

রদ্দোল-মোহতার, ১/৪৬১ পৃষ্ঠা;—

"প্রত্যেক কার্য্যে তাহাদের তাশাব্বোহ্ মকরুহ্ নহে, কনেনা আমরাও তাহাদের ন্যায় পানাহার করিয়া থাকি। এইরূপ বাহরোর রাএক কেতাবে কাজিখানের জামে ছগির হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। জখিরা উল্লিখিত রেওয়াএত এই মতের সমর্থন করিতেছে। হেশাম বলিয়াছেন, আমি অবু ইউছফের পরিধেয় দুইখানা জুতা দেখিয়াছিলাম, উহাতে লৌহের কাঁটা সংযোগ করা হইয়াছিল। আমি বলিলাম, আপনি এই লৌহের কাঁটায় কোন দোষ ভাবেন কি? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, ছুফইয়ান ও ছওর বেনে এজিদ উহা মকরুহ জানিতেন, কেননা উহাতে খ্রীষ্টান তাপসদের সহিত তাশাব্বোহ্ করা হয়। তিনি বলিলেন, (হজরত) রসুলোল্লাহ্ (সাঃ) এরূপ জুতা ব্যবহার করিতেন যাহাতে (পশুর) লোম ছিল, উহা খ্রীষ্টান তাপসদের পোষাক ছিল।

ইহাতে তিনি ইশারা করিয়াছেন যে, যে জাহেরি তাশাব্বোহ দ্বারা মনুষ্যদের কল্যাণ সাধিত হয়, উহা ক্ষতিকর হইবে না, কেননা এই প্রকার জুতা ব্যতীত বহু দূর পথ অতিক্রম করা সম্ভব হয় না।

বাহরোর-রায়েক, ২/১১ পৃষ্ঠা;—

প্রত্যেক বিষয়ে আহলে কেতাবদের তাশাব্বোহ মকরুহ্ নহে, কেননা আমরা তাহাদের ন্যায় পানাহার করিয়া থাকি, দুষিত কার্য্যে এবং যে কার্য্যে তাশাব্বোহ্ করার নিয়ত করা হয়, সেই তাশাব্বোহ ছারাম, ইহা কাজিখান 'জামে-ছগির' গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন। এই সূত্রে যদি কেহ (এই কার্য্যে) তাশাব্বোহ করার ধারণা না করে, তবে উক্ত কার্য্য তাহাদের উভয়ের মতে মকরুহ্ শইবে না।

ফেক্‌হে-আকবরের টীকা, ২২৭ পৃষ্ঠা;—

যে ব্যক্তি অগ্নি উপাসকদিগের টুপি পরিধান করে, অর্থাৎ উহা পরিধান করিয়া আপনাকে তাহাদের ভাবাপন্ন করার নিয়ত করে, কিম্বা অগ্নি উপাসকের খাস সবুজ রংঙের কাপড় গলায় ধারণ করে, অথবা কোমরে রসী বন্ধন করে, যদি এই বস্ত্র ধারণ ও রসী বন্ধনে তাহাদের ভাবাপন্ন হওয়ার নিয়ত করে কিম্বা উহা পৈঁতা নামে অভিহিত করে, তবে কাফের হইবে। আর যদি তাহাদের তাশাব্বোহ্ করার নিয়ত না করে, তবে কাফের হইবে না।

যদি কেহ আপনাকে আকারে (পোষাকে) কিম্বা রীতিনীতিতে ইহুদী ও খ্রীষ্টনদের ভাবাপন্ন করিয়া দেখায়, উহা ঠাট্রা ও বিদ্রুপ ভাবে হইলেও কাফের হইয়া যাইবে।

ফাতাওয়ায়-আজিজি, ১/১০৪ পৃষ্ঠা;—

শরিয়তের বিধান অনুসারে যে বস্তু কাফেরদের খাস নিয়ম হইয়াছে এবং মুসলমানেরা উহা ব্যবহার করে্ন, উহা পোষাকে হউক, কিম্বা পানাহারে হউক, তাশাব্বোহের মধ্যে গণ্য এবং নিষিদ্ধ হইবে। আর যাহা কাফেরদের খাস বিষয় নহে, যদিও কাফেররা অধিক সময় উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং মুসলমানগণ অল্প সময় ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাতে কোন দোষ নাই। এইরূপ কাফেরদের কতক খাস বস্তু মুসলমানগণ আরামের জন্য কিম্বা ঔষধের উপকারের জন্য ব্যবহার করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা নিজেদিগকে তাহাদের ভাবাপন্ন করার ধারণা না করেন, ইহাতে কোন দোষ নাই।

অবশ্য যদি মুসলমানগণ আপনাদিগকে তাহাদের দলভুক্ত করেন এবং তদ্দ্বারা তাহাদের মন আকর্ষণ করার ধারণা করেন, তবে এইরূপ তাশাব্বোহ প্রত্যেক অবস্থায় নিষিদ্ধ হইবে। (কাফেরদের) পূজা পার্ব্বণাদিতে তাশাব্বোহ প্রত্যেক অবস্থায় নিষিদ্ধ, মূল কথা, উক্ত বিষয়ে যে কোন প্রকারের তাশাব্বোহ হউক না কেন নিষিদ্ধ হইবে। এইরূপ শরীরের স্বাস্থ্য সাধন হেতু তাহাদের পোষাক পরিধানে কোন দোষ নাই।"

মোল্লা আলি কারী মেরকাতের ৪/৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

শরিয়তের কোন ভাষা শিক্ষা হারাম হয় নাই, বরং উহা মোবাহ্। আর মোল্লা আলি কারী ফেক্হে-আকবরের টীকায় লিখিয়াছেন যে, কাফেরেরা যে মোবাহ কার্য্য করিয়া থাকে, উহা করা নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ নহে। দোর্রোল মোখতার, রদ্দোল-মোহতার, বাহরোর-রাএক ও কাজিখানের জামে ছগিরের টীকা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মোবাহ কার্য্যে নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ হয় না। এক্ষেত্রে সাধু, মহাত্মা, পাপ, পুণ্য পবিত্র, জগৎ পৃথিবী, গ্রন্থ, ধর্ম্ম ইত্যাদি শব্দে তাশাব্বোহ হইতে পারে না।

শাহ্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, কাফেরদের ভাবাপন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদের ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষা করা নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহা দের লিখিত মর্ম্ম অবগতির জন্য কিম্বা তাহাদের পত্রাদি পাঠ করার উদ্দেশ্যে তাহাদের ভাষা শিক্ষা করে, তবে কোন দোষ নাই।"

পাঠক, যখন ভাষা শিক্ষা মোবাহ প্রমাণিত হইয়াছে, তখন উপরোক্ত কেতাবগুলির মর্ম্মানুসারে উহাতে কিরূপে নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ হইবে? শাহ্ সাহেবের কথা উপরোক্ত কেতাবগুলির বিপরীত হওয়ার কিরূপে ধর্ত্তব্য হইবে?

দ্বিতীয় বঙ্গভাষা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হইয়াছে, ইহা কেবল কাফেরদের ভাষা নহে, তবে উহাতে কিরূপে তাশাব্বোহ হইবে?

তৃতীয় আরবি, ফার্সি, হিন্দি প্রত্যেক ভাষা কোরেশ, পার্সিক ও হিন্দুস্তানি কাফেরদের ভাষা ছিল. তবে উপরোক্ত ভাষাগুলিতে নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ হইবে কিনা? যদি না হয়, তবে বঙ্গভাষায় কিজন্য নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ হইবে?

চতুর্থ যদি শাহ্ সাহেবের কথা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, ইহা তাশাব্বোহ্ করার উদ্দেশ্যে কথিত হইলে, নিষিদ্ধ হইবে, আর এই উদ্দেশ্য না থাকিলে. তাঁহার মতেও নিষিদ্ধ হইবে না।

পাঠক, আরবি, ফার্সি, তুর্কি, পোস্ত বাংলা ইত্যাদি প্রত্যেক ভাষা প্রথমতঃ পয়গম্বরজাদাগণের ভাষা ছিল, পরে প্রত্যেকটী কাফেরদের ভাষা হইয়াছিল, পরে মুসলমাগণের ভাষা হইয়াছে, এক্ষণে যদি ভাষা ব্যবহারে নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ হয়, তবে মুসলমানগণ উপরোক্ত ভাষাগুলির কোন একটী ব্যবহার করিতে পারেন না। আর যখন সর্ব্ববাদি সম্মত মতে আরবি, ফার্সি, হিন্দি, তুর্কি, পোস্ত ভাষা ব্যবহার করা জায়েজ হইল, তখন বঙ্গভাষায় মহাত্মা, সাধু, জগৎ, গ্রন্থ ইত্যাদি শব্দে কেন নিষিদ্ধ তাশাব্বোহ্ হইবে?

চাচা, চাচি, দাদা, দাদি, নানা, নানি, ফুফা, ফুফি আরবি ফার্সি শব্দ নহে, ইহা খাস রাজপুৎনার হিন্দুদের ভাষা, তৎপরে মুসলমানগণ কয়েক শতাব্দী হইতে উক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাশাব্বোহ্ হইবে কি?

ফারেস্তানের মোসলনানেরা কাকা ও বাবা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এক্ষণে বঙ্গের হিন্দুরা খাস করিয়া উক্ত শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, যদি বঙ্গের মোসলমানগণ কাকা, বাবা শব্দ ব্যবহার করেন, তবে ইহাতে যে তাশাব্বোহ্ হইবে, ইহার হেতু কি? পানি খাস হিন্দুস্তানের হিন্দুদের ব্যবহৃত শব্দ, ইহা আরব পারশ্যের ভাষা নহে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ দেশের হিন্দুরা পানি শব্দ ব্যবহার করিতেন, হিন্দুদের মহাভারতে পানিশব্দের ব্যবহার

দেখা যায়। হিন্দুরা অল্পদিন হইতে জল শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। মুসলমানগণ প্রায় সমস্ত স্থানে জলপানি শব্দ ব্যবহার করেন, পশ্চিম বঙ্গে জলা শব্দ ব্যবহৃত হয়, এক্ষেত্রে পানি শব্দ ব্যবহারে কেন তাশাব্বোহ্ হইবেনা? আর জল শব্দ ব্যবহারে কেন তাশাব্বোহ্ হইবে?

পশ্চিম বঙ্গের মোসলমানেরা পলওয়াল ও কেলা শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন, আর তথাকার হিন্দুরা পটল ও কলা ব্যবহার করেন; পক্ষান্তরে বঙ্গের অধিকাংশ স্থলের মুসলমানেরা পটল ও কলা ব্যবহার করেন। নওয়াখালি, চট্টগ্রাম ইত্যাদি পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানেরা জেঠা, জেঠী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এক্ষণে পটল, কলা ও জেঠা, জেঠী শব্দে তাশাব্বোহ্ হইবে কিনা?

—ঃ মাওলানা রুমির মত ঃ—

মাওলানা জালালোদ্দিন রুমি 'মসনাবি শরিফে'র ২য় খণ্ডে (১৮২ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

চারিটী লোক একটী দেরম (মুদ্রাবিশেষ) পাইয়াছিল, একজন পারশ্যবাসী, দ্বিতীয় ব্যক্তি তুর্কি, তৃতীয় ব্যক্তি রুমি ও চতুর্থ ব্যক্তি আরবি ছিল। পার্সি লোকটী বলিল, আমি উহা দ্বারা আঙ্গুর ক্রয় করিব, আরবি লোকটী বলিল না, আমি 'এনাব' খরিদ করিব। তুর্কি বলিল, আমি এনাব চাহিনা, আমি 'উজাম' চাহি। রুমি বলিল, তুমি এইরূপ মত ত্যাগ কর, আমি 'এস্তাফিল' চাহি। তৎপরে তাহারা আহম্মাকি ও অজ্ঞনতার জন্য মারামারি আরম্ভ করিল। মাওলানা বলেন, যদি তথায় একজন বহু ভাষাতত্ত্ববিদ্ লোক থাকিতেন, তবে তিনি বলিয়া দিতেন যে, তোমরা কলহ করিও না, আমি একটী দেরমে চারিজনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। তৎপরে তিনি আঙ্গুর খরিদ করিয়া আনিয়া বলিতেন যে, আঙ্গুর, এনাব, ওজাম ও এস্তাফিল একই বস্তু, তবে তোমাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়

তোমরা অকারণে ইহা পৃথক পৃথক বস্তু ধারনায় এত কলহ করিয়াছ।

পাঠক, নিরক্ষর ফকির যদি আরবি, পার্সি, বাঙ্গালা ইত্যাদি জানিত, তবে অকারণে নির্ব্বোধের ন্যায় এত আহম্মকি প্রকাশ করিয়া জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইত না।

—ঃ ঈশ্বর শব্দ বলা জায়েজ কিনা? ঃ—

কোরাণ সুরা আ'রাফ,—

و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون *

"আল্লাহ্তায়ালার জন্য উৎকৃষ্ট নাম সকল আছে, অনন্তর তোমরা তাঁহাকে উক্ত নাম সমূহের দ্বারা ডাক, এবং যাহারা তাহার নাম সমূহে এলহাদ করে, তেমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, অচিরে তাহারা যাহা আমল করিত, তাহার প্রতিফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।"

তফসিরে এবনে জরির, ৯/৮৫ পৃষ্ঠা;—

হঃ এবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, কাফেরারা লাত নামাক প্রতিমাকে খোদাতায়ালার নামে ডাকিত, ইহা—ইলহাদ। মোজাহেদ বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার আজিজ, নাম বিকৃত করিয়া একটী প্রতিমার নাম ওজ্জা এবং তাঁহার আল্লাহ্ নাম বিকৃত করিয়া অন্য প্রতিমার নাম লাত রাখিয়াছিল, ইহাই খোদার নামে ইলহাদ করার মর্ম্ম। হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উহার অর্থ তাহারা খোদার নামের উপর অসত্যারোপ করিত। কাতাদা বলিয়াছেন, তাহারা খোদার নামে শরিক করিত। আরবেরা ইলহাদ শব্দের অর্থ সত্যপথ অতিক্রম করা গ্রহণ করিতেন।

তফসিরে এবনে কছির, ৪/২৭০ ও দোর্রে-মনছুর, ৩/১৪৯ পৃষ্ঠা;—

"হজরত এবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, কাফেরারা খোদার আল্লাহ্ ও আজিজ নাম হইতে লাত ও ওজ্জা নাম আবিষ্কার করিয়া দুইটী প্রতিমাকে উক্ত দুই নামে অভিহিত করিয়াছিল, ইহাই খোদার নামে ইলহাদ করার অর্থ। আরও তিনি ইলহাদের অর্থ অসত্যারোপ করা লিখিয়াছেন। কাতাদা বলিয়াছেন, তাহারা খোদার নাম সমূহে শেরক করিত। আমাশ বলিয়াছেন, যাহা খোদার নাম নহে তাহা খোদার নাম বলিয়া অভিহিত করিত।"

তফসিরে কবির, ৪/৩৩৪ পৃষ্ঠা;—

সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ বিদ্বানেরা বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালার নামে এলহাদ করার তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম প্রকার এই যে, আল্লাহতায়ালার পবিত্র নামগুলি অন্যের উপর প্রয়োগ করা, যেরূপ কাফেরেরা কতকগুলি প্রতিমার নাম লাত, ওজ্জা ও মানাত রাখিয়াছিল, লাত ওজ্জা ও মানাত আল্লাহ্ আজিজ ও মান্নান এই তিন নামের অপভ্রংশ। মিথ্যাবাদী মোছায়লামা আপনাকে রহমান নামে অভিহিত করিয়াছিল। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যে নামে খোদার নামকরণ করা জায়েজ নহে সেই নামে তাহার নামকরণ করা, যেরূপ আল্লাহ্তায়ালাকে মছিহ্ (আঃ) এর পিতা নামে অভিহিত করা, অধিকাংশ খ্রীষ্টানদের আল্লাহ্তায়ালাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন অংশে বিভক্ত করা, কারামিয়াদের আল্লাহ্তায়ালাকে পরিমাণ বিশিষ্ট পদার্থ (জেছম) বলা। আকায়েদতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়াছেন, যে কোন শব্দের অর্থ সহিহ্ হয়, তাহাই যে আল্লাহতায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে, ইহা সত্য নহে, কেননা আল্লাহতায়ালা যে, সমস্ত জড় ও জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা দলীল সঙ্গত কথা, কিন্তু তাঁহাকে হে কীট ও বানর জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা, এইরূপ শব্দে ডাকা জায়েজ নহে, বরং এইরূপ জেক্র হইতে আল্লাহতায়ালাকে পবিত্র

রাখা ওয়াজেব, হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে ত্রুটী মার্জ্জনাকারী, এইরূপ ভাবে তাহাকে ডাকা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অর্থ এই যে, মনুষ্যের এরূপ শব্দ দ্বারা আল্লাহতায়ালার জেকর করা যাহার অর্থ অজ্ঞাত এবং উক্ত শব্দের লক্ষ্যস্থল (মোসাম্মা) অপরিচিত, এরূপ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টী আল্লাহতায়ালার মহিমার ঘোর বিপরীত হইতে পারে। আল্লাহতায়ালার নামে ইলহাদ করার এই তিন প্রকার অর্থ হইবে।"

আরও তিনি লিখিয়াছেন, উপরোক্ত আয়েতে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালার নাম কোরাণ ও হাদিস দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে, মনুষ্যেরা আল্লাহতায়ালার নাম রাখিতে পারেন না, আরও আল্লাহ্-তায়ালাকে 'যাওয়দ' বলা যাইতে পারে, কিন্তু ছখি (দানশীল) আকেল (জ্ঞানী), তবিব (চিকিৎসক) ও ফকিহ্ বলা জায়েজ হইতে পারে না, ইহাতেও উপরোক্ত মত সপ্রমাণিত হয়।

তফসিরে খাজেন ও মায়ালেম, ২/২৬৩ পৃষ্ঠা;—

খোদাতায়ালার নামে ইলহাদ করার চারি প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম আল্লাহতায়ালার নামকে অন্যের উপর প্রয়োগ করা, দ্বিতীয় আকায়েদতত্ত্ববিদ্গণ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এইরূপ নামে আল্লাহতায়ালার নামকরণ করা যে নামে তিনি নিজের নামকরণ করেন নাই এবং তৎসম্বন্ধে কোরাণ ও হাদিসের কোন প্রমাণ নাই, কাজেই যে নামটী শরিয়তে প্রমাণিত হয় নাই, উক্ত নামে আল্লাহ্-তায়ালাকে ডাকা জায়েজ নহে। তৃতীয় দোয়া কালে সুচারুরূপে আদব রক্ষা করা, কাজেই তাঁহাকে কেবল হে ক্ষতিকারী কিম্বা কেবল হে নিবেধকারী, অথবা কেলব হে বানরের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা জায়েজ হইবে না। চতুর্থ, লোকের এইরূপ নামে আল্লাহতায়ালার নামরকরণ করা যাহার অর্থ অজ্ঞাত, ইহাতে হয়ত আল্লাহতায়লার মহিমার অনুপযোগী নামে নামরকরণ হইতেও পারে।"

তফসিরে বয়জবি, ৫/২৬ পৃষ্ঠা,—

আল্লাহ্তায়ালার যে নামটী শরিয়ত অনুমোদন করে নাই, এইরূপ নামে তঁহাকে ডাকা নিষিদ্ধ ইলহাদ, যেহেতু এইরূপ নামে অনেক স্থলে বাতীল মর্ম্মের ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে, যথা কাফেরদের কথা, হে আবুল মাকারেম يا ابو المكارم কিম্বা হে আবইয়াজোল অজ্‌হ يا ابيض الوجه। উক্ত ইহলাদের দ্বিতীয় অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালার কোন নামকে অস্বীকার করা, যেরূপ কাফেরেরা তাঁহার রহমান নাম শুনিয়া বলিয়াছিল যে, আমরা ইমামা প্রদেশের রহমানকে জানি, (খোদার নাম রহমান কিরূপে হইল?) তৃতীয় অর্থ এই যে, আল্লাহতায়লার নামকে অন্যের উপর প্রয়োগ করা।

তফসিরে যামেয়োল-বায়ান, ১৪৩ হোছায়নি, ১/২১১ ছেরাজোল মোনির, ১/৫৪১ ও মোনির, ৩০৮ পৃষ্ঠা;—

উক্ত নিষিদ্ধ ইলহাদের এক অর্থ এই যে, এইরূপ নামে আল্লাহ্তায়ালাকে ডাকা যে নামের প্রমাণ কোরাণ, হাদিস অথবা শরিয়তে নাই কিম্বা যে নামে কোন বাতীল মর্ম্মের ধারণা জন্মাইয়া দেয়।

তফসিরে রুহোল মায়ানি, ১/৮০২ পৃষ্ঠা;—

উক্ত ইলহাদের এক অর্থ এই যে, এইরূপ নামে আল্লাহ্তায়লার নামকরণ করা যাহা দ্বারা স্বয়ং তিনি নিজের নামকরণ না করিয়াছেন, যে নামের প্রমাণ আসমানি কোন কেতাব বা হজরত নবি (সাঃ) এর হাদিসে নাই, অথবা যদিও উহার কোন প্রকার সদর্থ থাকে, তথাচ একপ্রকার দুষিত মর্ম্মের ধারণা সৃষ্টি করিতে পারে, যেরূপ অরণ্যবাসী আরবেরা তাঁহাকে হে আবুল মাকারেম কিম্বা হে আবইয়াজোল অজ্‌হ বলিত। আবু মাকারেম শব্দের অর্থ সর্ব্ব উৎকৃষ্ট গুণে গুণান্বিত হইলেও উহার এরূপ এক অর্থ আছে, যাহা আল্লাহতায়ালার উপর প্রযোজ্য নহে, এইরূপ অবইয়াজোল অজ্‌হ শব্দের অর্থ সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র হইলেও উহাতে দুষিত অর্থের কুধারণা হইতেও পারে।

উক্ত ইল্‌হাদের দ্বিতীয় অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালার কোন

প্রকৃত নামকে অস্বীকার করা, কাফেরেরা (খোদার নাম রহমান শুনিয়া বলিয়াছিল,) আমরা ত ইমামা প্রদেশের রহমান ব্যতীত ঐ নামের কাহাকেও জানিনা। একজন সাহাবা নামাজে আল্লাহ্ ও রহমান এই দুইটী নামের উল্লেখ করেন, ইহাতে একজন মোশরেক বলিয়াছিল, মোহাম্মদ ও তাঁহার সাহাবাগণ দাবি করেন যে, তাঁহারা এক আল্লাহ্তায়ালার এবাদত করেন, কিন্তু এই ব্যক্তি দুই আল্লাহকে ডাকে কেন? সেই সময় এই মর্ম্মের আয়ত নাজিল হয় যে, আল্লাহতায়ালার বহু উৎকৃষ্ট নাম আছে, তন্মধ্যে কোন একটী দ্বারা ডাকিলে চলিতে পারে।

আশেয়্যাতোল-লাময়াত, ২/২০৩/২০৪ পৃষ্ঠা; মেরকাত্, ৩/২০ পৃষ্ঠা;—

শরিয়তে আল্লাহতায়ালার যে নামগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাঁহাকে সেই নামগুলি দ্বারা ডাকিতে হইবে, জ্ঞানের দ্বারা খোদাতায়লার কোন নাম স্থির করা উচিত নহে।

আবুল কাশেম কোশায়রি বলিয়াছেন, কোরাণ হাদিস ও এজমা দ্বারা তাঁহার যে নাম ও গুণ (ছেফাত) স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাঁহাকে সেই নাম ও ছেফাতে ডাকা ওয়াজেব, আর উক্ত দলীলত্রয়ে যে নাম ও গুণের কথা উল্লেখ হয় নাই, যদিও উহার মর্ম্ম সহিহ্ হয়, তবু তাঁহাকে তদ্দ্বারা ডাকা জায়েজ নহে। মো'তাজেলাগণ বলেন যে, যে নামের অর্থ সহিহ্ হয়, উহা আল্লাহতায়লার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে। মনুষ্যের সত্য বিবেক (তাঁহার) ছেফাত নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইবে। প্রথমোক্ত মত সহিহ্।

আয়নি, ৬/৪৬৭ পৃষ্ঠা;—

“আল্লাহতায়ালার নাম ও ছেফাত অবগতির জন্য অহি ও হাদিসের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে, আমদের বিদ্যা ও বুদ্ধির অগোচর যে বিষয় উহাতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। যে নামে শরিয়তের অনুমতি আমদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। যে নামের

শরিয়তের অনুমতি নাই, এইরূপ নাম আল্লাহ্তায়ালার উপর প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদিও উহা জ্ঞান সমর্থন করে এবং কেয়াস (অনুমান) অনুমোদন করে, তথাচ তৎসংক্রান্ত ভ্রম গুরুতর বিষয়, উহাতে ভ্রমকারী ক্ষমার পাত্র নহে। তৎসম্বন্ধে কম বেশী করা পসন্দনীয় নহে।"

ফৎহাল-বারি; ১১/১৭৫ পৃষ্ঠা;— ও কোস্তোলানি, ৯/১৮৮ পৃষ্ঠা;— ফখরদ্দিন (রাজি) বলিয়াছেন, আমাদের স্বমতাবলম্বিগণের প্রসিদ্ধ মত এই যে, আল্লাহতায়ালার নাম শরিয়তের প্রমাণ সাপক্ষে। মো'তাজেলা ও কার্রামিয়া (ভ্রান্ত) দলদ্বয় বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানে যে শব্দটীর অর্থ আল্লাহ্তায়ালার উপর প্রযোজ্য ধারণা করে, উক্ত শব্দটী আল্লহ্তায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে। কাজি আবুবকর ও গাজ্জালী বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার নামগুলি শরিয়তের প্রমাণ সাপক্ষে হইবে; কিন্তু (তাঁহার) ছেফাতগুলি উক্ত প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। গাজ্জালি ইহাকে মনোনীত মত বলিয়া দাবি করিয়াছেন। (এমাম) গাজ্জালি দলীল স্বরূপে বলেন যে, (হজরত) রসুলোল্লাহ (সাঃ) এর পিতা (অভিভাবক) যে নামে তাঁহার নাম করণ না করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং নিজেকে যে নামে অভিহিত না করিয়াছেন, এইরূপ নামে হজরতের নামকরণ করা জায়েজ নহে; এইরূপ প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির অবস্থা। ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। যখন সৃষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ হইল, তখন আল্লাহতায়ালার পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ হইবে না কেন? উপরোক্ত মতাধারিগণের সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, যে নাম ও ছেফাতে কোন প্রকার কলঙ্কের ধারণা জন্মাইয়া দেয়, উহা আল্লাহ্তায়ালার উপর প্রয়োগ করা জ ায়েজ নহে।"

মাওয়াকেফের টীকা, ৬৫৮ পৃষ্ঠা;—

আল্লাহতায়ালার নাম স্থির করিতে শরিয়তের অনুমতির আবশ্যক, যে সমস্ত নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় খাস আল্লাহতায়ালার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহাতে মতভেদ নাই, ক্রীয়াকলাপ ও

ছেফাত হইতে গৃহীত নামগুলির সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। (ভ্রান্ত) মো'তাজেলা ও কার্রামিয়া দল বলেন, আল্লাহতায়ালার যে কোন ছেফাত দ্বারা বিভূষিত হওয়া জ্ঞানানুমোদিত হয়, উহার সম্বন্ধে শরিয়তের অনুমতি থাকুক, আর নাই থাকুক, উক্ত ছেফাত দ্বারা খোদাতায়ালার নামকরণ করা জায়েজ হইবে, এইরূপ তাঁহার ক্রীয়াকলাপ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। আমাদের (সুন্নি) দলভুক্ত কাজি আবুবকর বলিয়াছেন, যে কোন শব্দের এরূপ অর্থ হয় যে, উহা আল্লাহতায়ালার উপর প্রযোজ্য শরিয়তের অনুমতি না থাকিলেও যদি উহাতে তাঁহার মহিমার অনুপযুক্ত কোন ভাবের ধারণা জন্মাইয়া না দেয়, তবে উক্ত শব্দ তাঁহার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে, এই জন্য তাঁহার উপর অ'রেফ, ফকিহ্ আকেল, ফাতেন, তবিব ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে না, যেহেতু উক্ত শব্দগুলিতে এরূপ মর্ম্মের ধারণা হইতে পারে যাহা খোদাতায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ নহে। আরও এই মতধারী লোকেরা বলেন, যে শব্দে এইরূপ দুষিত অর্থের ধারণা না হয়, ইহা সত্ত্বেও উহাতে তাঁহার মহিমা, প্রকাশিত হয়, এইরূপ শব্দশরিয়তের অনুমতি না থাকিলেও তাঁহার উপর প্রয়োগ করা জায়জ হইবে। শেখ (আবুল হাসান আশয়ারি) এবং তাঁহার অনুসরণকারী (সুন্নি) দল বলেন, আল্লাহতায়ালার উপর কোন শব্দ প্রয়োগ করিতে গেলে, শরিয়তের অনুমতির আবশ্যক হইবে, ইহাই মনোনীত মত। যেহেতু আল্লাহতায়ালার সম্বন্ধে কোন বাতীল ধারণার সৃষ্টি হওয়ায় মহা আশঙ্কা আছে, আর উক্ত এমাম আশয়ারির মত ধারণ করিলে, উক্ত সন্দেহ হইতে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় এবং উহার গতিরোধ হইয়া যায়, অধিকন্তু উক্ত বাতীল ধারণার সন্দেহ মোচনের জন্য আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে যথেষ্ট মনে করা জায়েজ নহে, বরং তৎসম্বন্ধে শরিয়তের অনুমতির উপর নির্ভর করা প্রয়োজন।

তফসিরে কবির, ১/৮৩ পৃষ্ঠা;—

"আল্লাহতায়ালার নামগুলি শরিয়তের প্রমাণ সাপক্ষে হইবে

কিনা, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। কতক বিদ্বান্ বলিয়াছেন, কোরাণ ও হাদিছের সপ্রমাণিত না হইলে, কোন নাম ও ছেফাত আল্লাহ্তায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে না। আর অন্যদল বলিয়াছেন, যে শব্দের এরূপ অর্থ হয় যে, আল্লাহ্তায়ালার মহিমা ও ছেফাতের উপযুক্ত হয়, উক্ত শব্দ তাঁহার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে। শেখ গাজ্জালি বলিয়াছেন, কোরাণ ও হাদিছের অনুমতি ব্যতীত কোন নাম তাঁহার উপর প্রয়োগ করা সিদ্ধ নহে, কিন্তু কোন ছেফাত তাঁহার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে। ফার্সি, তুর্কি ও হিন্দীতে আল্লাহ্তায়ালার নাম ও ছেফাত উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তৎসমস্তের প্রমাণ কোরাণ ও হাদিছে নাই, ইহা সত্ত্বেও মুসলমানগণ এইরূপ নাম ও ছেফাত প্রয়োগ করা জায়েজ হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন। এই প্রমাণে দ্বিতীয় দল বলিয়াছেন যে, শরিয়তের প্রমাণ ব্যতীত কোন নাম ও ছেফাত আল্লাহ্তায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে।"

পাঠক, পূৰ্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, এমাম রাজি কোরাণের আয়ত দ্বারা প্রথম দলের মত সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

আকায়েদে-আজোদীর টীকা দওয়ানি, ৮৪ পৃষ্ঠা;—

"শারিয়তের অনুমতি ব্যতীত কোন নাম আল্লাহ্তায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ নহে। ইহার উপর এই প্রশ্ন হয় যে, (ফার্সিতে) খোদা, (তুর্কিতে) তকরি, এইরূপ অন্যান্য ভাষায় (আল্লাহ্-তায়ালার) অন্যন্য নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার উপর কেহই এনকার করেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, খোদা শব্দের অর্থ খোদ, আয়েন্দা, অর্থাৎ নিজেই মওজুদ, এক্ষেত্রে ইহা ওয়াজেবোল-অজুদের ভাষান্তর মাত্র, ইহা এমাম রাজি কোন কেতাবে লিখিয়াছেন। অন্যান্য ভাষাতে যে নামগুলি ব্যবহৃত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ উত্তর দেওয়া হইবে।"

তফসিরে রুহোল-মায়ানি, ৩/১৬৯ পৃষ্ঠা;—

আল্লাহ্তায়ালার নামে ইলহাদ করার অর্থ এই যে, শরিয়তে যে নামের প্রমাণ নাই অথবা যে নামে কোন দুষিত অর্থের ধারণা জন্মিতে পারে, এইরূপ নাম আল্লাহ্তায়ালার উপর প্রয়োগ করা। যে ব্যক্তি উক্ত শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, কোরাণ, হাদিছ ও এজমাতে যেগুলি আল্লাহ্তায়ালার নাম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই নামগুলি তাঁহার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে, আর যে নামগুলি উক্ত তিন দলীলে সপ্রমাণিত হয় নাই, তৎসমস্তের অর্থ সহিহ্ হইলেও তাঁহার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে না, ইহা অব্যুল কাছেম কোশায়রি 'মাফাতিহোল হেযায' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছে।

মূল মন্তব্য এই যে, আল্লাহতায়ালার যে সমস্ত নাম ও ছেফাত শরিয়ত প্রবর্ত্তকের অনুমতিতে প্রমাণিত হইয়াছে, সেই নামগুলি তাঁহার উপর প্রয়োগ করা যে সিদ্ধ, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, আর যে নামগুলি প্রয়োগ করিতে নিষেধ হইয়াছে, উহার নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি কাহারও মতভেদ নাই। আর যে নামগুলি অন্যান্য ভাষাতে আল্লাহ্তায়ালার খাস নামরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এইরূপ নাম ব্যবহার কাহারও মতভেদ নাই, ইহাতে কোন প্রকার দুষিত অর্থের ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে না, বরং উহাতে প্রশংসা প্রকাশ পায়। ইহা ব্যতীত আল্লাহ্তায়ালা যে গুণে বিভূষিত আছেন, সেই গুণবাচক শব্দ তাঁহার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, সত্য পরায়ণ (সুন্নত জামায়াত) প্রায় সমস্ত বিদ্বান্ উক্ত প্রকার প্রয়োগে আশঙ্কা থাকা হেতু নিষেধ করিয়াছেন। মো'তালাজেলা (ভ্রান্ত) শ্রেণী এইরূপ প্রয়োগ প্রত্যেক অবস্থায় জায়েজ বলিয়াছেন। খোদা ও তক্‌রি'র ন্যায় নাম তাঁহার উপর প্রয়োগ করা বিনা এনাকরে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কাজেই ইহাতে এজমা হইয়াছে, এই জন্য কাজি আবুবকর শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। কাজি আবুবকরের মত এই ভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে যে, এজমাও শরিয়তের দলীল।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, কোন আসমানি কেতাবে অথবা হাদিসে কিম্বা মুসলমানগণের এজমাতে যেগুলি আল্লাহতায়ালার নাম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিম্বা কোন ভাষাতে যেটা খাস আল্লাহতায়ালার নাম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই নামগুলি আল্লাহতায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে. ইহা সুন্নত জামায়াতের প্রায় সমস্ত বিদ্বানের মত। আর উপরোক্ত শর্ত্তাভাবে তাঁহাদের মতে কোন নাম তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা জায়েজ নহে।

এক্ষণে ঈশ্বর, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, ভগবান, হরি, নিরঞ্জন, নারায়ণ ইত্যাদি শব্দগুলির বিষয় অনুধাবন করা যাউক, উক্ত শব্দগুলি কোরাণ হাদিসে কিম্বা কোন আস্‌মানি কেতাবে আল্লাহতায়ালার নাম বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, উক্ত শব্দগুলির বঙ্গ ভাষায় খাস আল্লাহতায়ালার নাম বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই, কাজেই উক্ত শব্দগুলি আল্লাহতায়ালার নাম রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

ঈশ্বর শব্দের অর্থ শিব, ব্রহ্ম, কন্দর্প, পরমেশ্বর, প্রভু, অধিপতি, প্রকৃতিবোধ অভিধান, ১০২ পৃষ্ঠা। পরমেশ্বর শব্দের অর্থ বিষ্ণু, শিব, পরব্রহ্ম ও সম্রাট, উক্ত অভিধান ৫৮০ পৃষ্ঠা। জগদীশ্ (জগদীশ্বর) শব্দের অর্থ জগতের প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু, বিশ্বেশ্বর, পরমেশ্বর, উক্ত গ্রন্থ ৩৩৩ পৃষ্ঠা। ভগবান্ শব্দের অর্থ ভগযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ, পরমেশ্বর, উক্ত গ্রন্থ, ৮২৪ পৃষ্ঠা। হরি শব্দের অর্থ বিষ্ণু, যম, পবন, ইন্দ্র, ব্রহ্মা উক্ত গ্রন্থ ১১৫৯ পৃষ্ঠা। নিরঞ্জন শব্দের অর্থ প্রতিমাদির বিসর্জ্জন, পরব্রহ্ম, তেজোময়, নিরঞ্জন শব্দের অর্থ প্রতিমাদির বিসর্জ্জন, পরব্রহ্ম, তেজোময়, উক্ত গ্রন্থ ৫৪১ পৃষ্ঠা। নারায়ণ শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, অজামিল পুত্র, উক্ত গ্রন্থ ৫২৬ পৃষ্ঠা।

খোদা খাস আল্লাহতায়ালার নাম, ফার্সিতে তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহাকেও খোদা বলা হয় না, কিন্তু ঈশ্বর ইত্যাদি নামগুলি আল্লাহ্তায়ালার খাস নাম নহে, বরং উহার অধিকাংশ দেব দেবতার নাম। উক্ত শব্দগুলি আল্লাহতায়ালার উপর প্রয়োগ করিলে, দুষিত

অর্থের ধারণা জন্মিতে পারে, কাজেই সুন্নত জামায়াত, এমন কি কাজি আবুবকর, এমাম গাজ্জালি ও মো'তাজেলা ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের মতে উক্ত নামগুলি আল্লাহতায়ালার উপর প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে না।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—